প্রিয় পাঠক!

সমকামিতা এমন একটি নিকৃষ্ট পাপ, যার শাস্তিস্বরুপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুনিয়াতেই একটি গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যাতে আমরা এ থেকে ইবরত হাসিল করতে পারি। যিনা বা ব্যভিচারের কারণেই এভাবে দুনিয়াতেই তিনি কোনো জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেননি; শুধু কওমে লূত সম্প্রদায় ছাড়া। কারণ তারা আসক্ত ছিল সমপ্রেমে। বর্তমান যুগে শয়তানের মন্দকর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই 'সমকামিতা'। উম্মাতে মুহাম্মাদির মাঝেও এই সমকামিতার ফিতনা ছড়িয়ে পড়ছে, যুবক-যুবতীদেরকে ধ্বংস করার জন্য এটা শয়তানের অনেক বড় অস্ত্র। শয়তান এর মাধ্যমে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানিত করতে চায়। সমকামিতার অন্ধকার জগত নিয়ে চকমপ্রদ বিশেষ কিছু আলোচনা তুলে করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ পুস্তকটি আপনার চিন্তার খোরাক জোগাবে; আপনার ফিলোসোফি বা দর্শনে পরিবর্তন আনবে।

আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা 'সমকামিতা' লজ্জার বিষয় ভেবে; বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন না। প্রথম আওয়াজ আপনাকেই তুলতে হবে, সবার মাঝে দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে। বইটি পড়া শেষে সেলফ বা আলমারিতে গুছিয়ে না রেখে, আপনার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। সাথে তাদেরও বলে দিবেন তাদের পড়া শেষে যেন, তারা নিজের কাছে বইটি না রেখে অন্যকে পড়ার সুযোগ করে দেয়। পাশাপাশি আরো নিশ্চিত করতে হবে যেন, আপনার সহবতে যারা আছেন এবং আপনি যাদের সাথে থাকেন, তারা অন্তত এ ফিতনাতে না জড়ান। আপনি এইটুকু নিশ্চিত হতে পারলেই আমার লেখা স্বার্থক, ইনশাআল্লাহ বইটি আপনার সচেতন জীবনকে সম্মৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে এই প্রত্যাশা করি।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের
ভয়াল থাবা
মোসতাহসীন চৌধু...
378836#1267163-
1
R

cover : eliyas bin mazhar / 01799030807

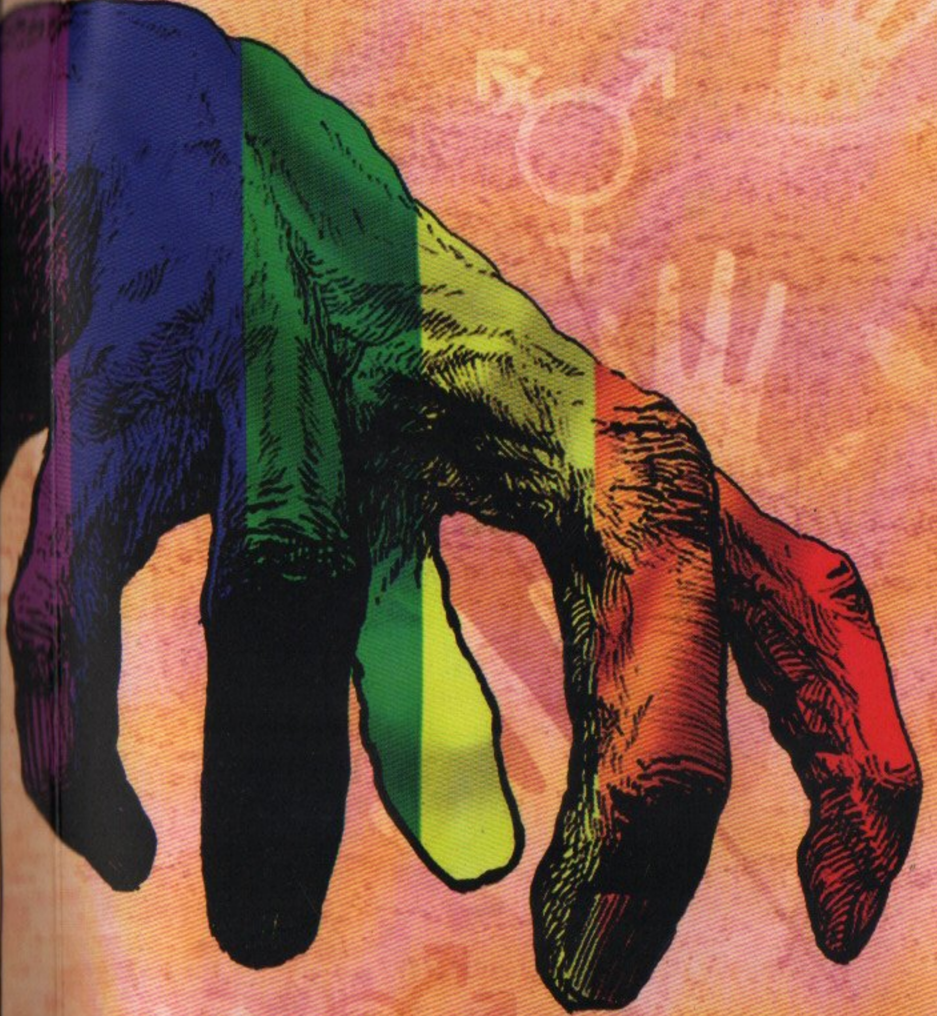

ট্রান্সজেন্ডারবাদের
ভয়াল থাবা

মোসতাহসীন চৌধুরী

لَعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا
مَّفْرُوْضًا ﴿۱۱۸﴾ وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ
فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ
اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۹﴾

অর্থ : আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শয়তান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের হতে এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব। আর নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দেবো এবং তাদেরকে আদেশ করব-যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। আর যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(সূরা নিসা: ১১৮-১১৯)

ট্রান্সজেন্ডারবাদের

ভয়াল থাবা

মোসতাহসীন চৌধুরী

গ্রন্থাগার
প্রকাশন
মান্নাফ কমপ্লেক্স, ৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭৬৬৫৩৮৯৭২

বই : ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াল থাবা

লেখক : মোসতাহসীন চৌধুরী

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার

বর্ণবিন্যাস : রাহে জান্নাত কম্পিউটার্স

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com, wafilife.com, boiferry.com

মুদ্রিত মূল্য : ১৪০৳

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া যে কোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ নিষিদ্ধ। ইহা আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অর্পণ

এমন একজন মানুষ, যার অনুপস্থিতি আমার দ্বীনের পূর্ণতা পায় না। আল-ওয়াদুদ, আপনার হাবিব (স.) এর উসিলায় কল্পনার চাইতে দ্রুত তাঁর সাথে আমার মিলন ঘটিয়ে দিন...।-(আমিন ইয়া রাব্বি)

যা থাকছে বইয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আপনার এলাকায় অভিশপ্ত রংধনু.. ৮
সমকামিতা ও লূত (আঃ)-এর কওমের ধ্বংস ১০
নারী সমকামীদের ব্যাপারে নবি (সাঃ)-এর ইরশাদ ১৪
সমকামীরা অভিশপ্ত.. ১৪
সমকামীদের ব্যাপারে সাহাবিদের মতামত ১৫
সমকামীদের ব্যাপারে ইমামগনের মতামত ১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাকগ্রাউন্ড.. ১৮
বাংলাদেশে সমকামিতার বাস্তব রূপ ১৯
ফেসবুকে যা চলে... ২১
পাবলিক প্লেসে সমকামিতার বীজ... ২৩
প্লে স্টোরে সমকামীদের অ্যাপ ২৫
পুনঃ সংযোজন.. ২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ট্রান্সজেন্ডার কারা ২৮
ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া ৩০
কেন তারা নিজেদের শরীরকে ট্রান্সফর্ম করে?.. ৩৩
বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিটিস ৩৭
বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারের আইনি বৈধতা ৪৩
ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে আন্তর্জাতিক কিছু আরবি ফতোয়ার লিংক.......................... ৪৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমকামিতা কি জন্মগত মানসিক রোগ নাকি চরিত্রের দোষ? ৪৯
ছেলে-ছেলে যৌনাচার নিয়ে একজন সাধারণ সমকামীর বক্তব্য ৫০
বিশ্বে সমকামিতার বৈধতা ও অবৈধতা... ৫১
এশিয়ার যেসব দেশে সমকামিতা নিষিদ্ধ... ৫২
এলজিবিটি মুভমেন্ট ৫৪
সমকামীদের মুখরোচক কিছু কথা.. ৫৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমাদেরই আওয়াজ তুলতে হবে.. ৬০
কীভাবে বুঝবেন কোন ছেলে সমকামিতায় আসক্ত.. ৬২
কীভাবে বুঝবেন কোন মেয়ে সমকামিতায় আসক্ত.. ৬৩
সমকামীদের বিশেষ কিছু "Sing Language" ৬৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমকামিতা থেকে মুক্তির পথ ৬৬
পদ্ধতিগুলো পয়েন্ট আকারে.. ৬৬
তাওবা ও দুআ ৬৭
ইমানের যত্ন.. ৭০
বিয়ে ৭২
রোজা... ৭৩
দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ রাখুন.. ৭৪
গুনাহের চিন্তা... ৭৫
দ্বীনি পরিবেশে অবস্থান করা ৭৬
গুনাহের পরের তাওবা... ৭৮

اُتْلُ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡکَ مِنَ الۡکِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنۡہٰی عَنِ
الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡکَرِ ؕ وَ لَذِکۡرُ اللّٰہِ اَکۡبَرُ ؕ وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُوۡنَ ﴿۴۵﴾

"তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।"-(সূরা আনকাবুত: ৪৫)

আমার কথা....

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, যিনি আমাদের জন্য হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য, যুগে যুগে বিভিন্ন কওমের মধ্যে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। যারা সর্বক্ষণ নিজ কওমের কাছে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিতেন ও যাবতীয় মন্দ কর্ম বর্জন করে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসার দাওয়াহ ও ঐশীবাণী তাদের মাঝে পৌঁছে দিতেন। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শয়তানের দুষ্ট চক্রান্ত ছিল সবসময়ই। সে একের পর এক নিত্য-নতুন গুনাহের পথ নিয়ে মানুষের সামনে, পিছনে, ডানে এবং বামে হাজির হয়। আর এই ধোঁকায় দূর্বল ইমানদার মানুষ বা যারা ইসলাম নিয়ে তেমন সচেতন নয়, তারা আটকা পড়ে যান। নফসের প্ররোচনায়, নিজের অজান্তেই গ্রহণ করে নেন শয়তানের কু-প্রস্তাব আর বিসর্জন দিয়ে দেন নিজের ইমান। বর্তমান যুগে শয়তানের মন্দ কর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'সমকামিতা'। পুরুষে-পুরুষে অথবা নারীতে-নারীতে বিকৃতি ও কুরুচিপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজেদের যৌন চাহিদা পূরণ করাকে সমকামিতা বলে। যুবক-যুবতীদেরকে ধ্বংস করার জন্য এটা শয়তানের অনেক বড় অস্ত্র। শয়তান এর মাধ্যমে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান করে থাকে। ইসলামেও এই ঘৃণিত কাজের ভয়াবহতা ও কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে। কিন্তু তা তালিবুল-ইলমদের জন্য নতুন কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা নবি কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে আমাদেরকে কোরআন-হাদিসে এই পাপাচারের আদি ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করেছেন। অন্যদিকে এই নিকৃষ্ট বেহায়াপনায় লিপ্ত কওমকে কিভাবে তিনি দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করেছেন; সে সম্পর্কে ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যেন আমরা এ থেকে ইবরত হাসিল করতে পারি!

ইয়া-হাসীব, আমাদের সকলের আমলনামাকে এমন পাপ থেকে পবিত্র রাখবার তৌফিক দান করুন।

আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি।

মোসতাহসিন চৌধুরী
musthasinchowdhury@gmail.com
১২জুমাদাল উলা, ১৪৪৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

আপনার এলাকায় অভিশপ্ত রংধনু

ধরুন, আপনি আপনার এলাকার মসজিদে আছরের সালাত আদায় করে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। হঠাৎ এমন সময় রাস্তায় আপনার কিছু বন্ধুদের সাথে দেখা হয়ে গেল। তাদের দেখে আপনি দাড়িয়ে গেলেন, তাদের মধ্যে একজন আপনাকে অফার করল: 'এই রাকিব চল আমাদের সাথে, মজিদ চাচার দোকান থেকে চা খেয়ে আসি....।'

তাদের জোরাজুরিতে বর্ণিত রাস্তার মোড়ের মজিদ চাচার দোকানে চা খাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে হেঁটে রওনা হলেন।

আর ধরুন, আপনার এই ফ্রেন্ড সার্কেলটিতে আপনার এমন একজন নিয়মিত বন্ধু আছে, যার সাথে আপনার পরিচয় হয়েছে বছরখানেক হবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তার সম্পর্কে আপনি কোনো খোঁজখবর রাখেন না এবং তার সাথে আপনি তেমন ফ্রী-ও না। কিন্তু যখনই সেই বন্ধুটি সাথে আপনার দেখা হয়, সে কারণে অকারণে আপনার শরীরের স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে স্পর্শ করতে ভুলে না। আপনার শরীরের সাথে আটার মতো লেগে থাকে! আবার এগুলো যে সে শুধু আপনার সাথে করে, এমনটা ও না..! সবার সাথেই সে এমন আচরণ করে। তাই আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের সবাই এই বন্ধুটিকে হাফলেডিস বা অর্ধ-নারী বলে গালি দেয়।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও; বন্ধুদের কথায় টং দোকানে চা খেতে যাওয়ার সময়, সেই বন্ধুটি রাস্তায় আপনার পিছন দিক থেকে আলতো হাতে আপনাকে জড়িয়ে ধরল। আপনি জানেন এটা তার নিত্যদিনের স্বভাব, সে এমনই। তাই সেদিন ও আপনি তাকে কিছু বলেননি।

এখন মূল পয়েন্টে আসা যাক, আপনি হয়তো প্রতিনিয়ত এ ধরনের বিষয়গুলোকে খুব নরমালি নিচ্ছেন। তবে আমি যদি বলি এগুলো কোনো নরমাল আচরণ না। বরং আপনাকে "Indirectly Sexual harassment" তথা পরোক্ষভাবে যৌন হয়রানি করা হচ্ছে..! কী? বিশ্বাস করবেন? আপনি

বিশ্বাস করেন বা নাই করেন। তবে বর্তমানে সত্যিই এমন একটি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। যার নাম 'সমকামিতা'।

আশা করি ইতোপূর্বে সমকামিতা সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা না থাকলেও পুস্তকটি সম্পূর্ণ পাঠের মাধ্যমে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

শুরুতেই যদি খুব সহজ ভাবে সমকামিতার সংজ্ঞা[১] দিতে বলেন তাহলে: 'ছেলের প্রতি ছেলের, মেয়ের প্রতি মেয়ের সেক্সুয়ালি আসক্ত হওয়াকে সমকামিতা বলে।' অর্থাৎ এরা আমার আপনার মতো স্বাভাবিক হয় না, এরা কিছুটা Abnormal (অস্বাভাবিক) প্রকৃতির হয়ে থাকে।

ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে তো আরো অনেক আগেই এই ফেতনার ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু কিছু দেশে তো ছেলে-ছেলে, মেয়ে-মেয়ে বিয়ের বৈধতাও দিয়ে দিয়েছে। ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে বসবাসরত সচেতন মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারগুলো তাদের উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়ে নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তায় ভোগেন। কবে জানি তাদের কোমলমতি সন্তানেরা এই কুরুচিপূর্ণ আচরণ শুরু করে দেয় এবং সমকামিতায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

এমন অনেক মুসলিম ও অমুসলিম পরিবার আছেন, যারা যখন জানতে পারেন, 'তাদের ছেলে সন্তানের মেয়ে বন্ধু আছে' এবং 'মেয়ে সন্তানের ছেলে বন্ধু আছে' (যাদের আমরা গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড নামে জানি) এবং তারা ডেট করছে এমনকি অহরহ ফ্রি মিক্সিং এ অভ্যস্ত হচ্ছে, তাহলে তারা এই ভেবে নিশ্চিন্ত হন যে,[২] যাক, তাহলে আমার সন্তানটা সমকামী না। এছাড়া, অনেক মুসলিম অভিভাবক আছেন যারা এই খবর শুনে আলহামদুলিল্লাহও পড়েন।

সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ হলো এই সমকামিতা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে আমাদের বাংলাদেশও। তরুণ-তরুণীদের একটি বড় পরিসংখ্যান জড়িয়ে পড়েছে এই ফেতনার সাথে।

---

[১] সমকামিতা (Homosexuality) বা সমপ্রেম বলতে সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি "রোমান্টিক আকর্ষণ, যৌন আকর্ষণ অথবা যৌন আচরণ"কে বোঝায়। যৌন অভিমুখিতা হিসেবে সমকামিতা বলতে বোঝায় মূলত সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি "আবেগীয়, রোমান্টিক ও/বা যৌন আকর্ষণের একটি স্থায়ী কাঠামোবিন্যাস"। (উইকিপিডিয়া)

[২] ইসলামিক স্কলার ডঃ মিজানুর রহমান আজহারী সাহেবের একটি লেকচার থেকে নেওয়া।

সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো তারা এই সমকামিতার সম্পর্কটিকে দুজন ছেলে বা দুজন মেয়ের স্বাভাবিক সম্পর্কের মতোই মনে করে। অথচ সমকামিতা এমন এক নিকৃষ্ট পাপ যার শাস্তিস্বরূপ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুনিয়াতেই একটি গোটা জাতিকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন।

কিন্তু আল্লাহ কোনো জাতিকেই যিনা ব্যবিচারের কারণেই এভাবে দুনিয়াতেই ধ্বংস করে দেননি, শুধু লূত জাতি ছাড়া, কারণ তারা আসক্ত ছিল সমকামী প্রেমে।

সমকামিতা ও লূত (আঃ)-এর কওমের ধ্বংস

সাদ্দুম[৩] নগরীতে হজরত লূত (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায় বসবাস করত। তারা চুরি, ডাকাতি, খুন, প্রকাশ্য সভা বানিয়ে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা (যিনা) ও (সমকামিতা) করত। তারাই সর্বপ্রথম এমন একটি গর্হিত পাপ করে যা এর পূর্বে কোনো আদম সন্তান করেনি।

হজরত লূত (আলাইহিস সালাম)-এর পাপী সম্প্রদায়ই প্রথম, যারা সমকামিতা (অর্থাৎ পুরুষ-পুরুষ এবং মহিলা-মহিলা যৌন আচরণ করা) শুরু করে।

হজরত লূত (আলাইহিস সালাম) যখন তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেন, ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন তারা আল্লাহর নবি লূত (আলাইহিস সালাম)-কে নির্বাসন দিতে চায় এবং উপহাস করে।

শুরু থেকেই লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির ধ্বংস কীভাবে হয়েছিল সে ব্যাপারে কোরআন মাজিদে বর্ণিত আয়াত:

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ
فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ
لُوْطٍ

[৩] অথবা সদোম

আর আমার ফিরিশতারা (মানুষের বেশে) ইবরাহিমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আসলো (যে, তার পুত্র সন্তান জন্ম নেবে)। তারা সালাম বলল। ইবরাহিমও সালাম বলল। অতঃপর সে অবিলম্বে (তাদের আতিথেয়তার জন্য) একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে আসলো।

কিন্তু যখন দেখল তাদের হাত সে দিকে (অর্থাৎ বাছুরের দিকে) বাড়ছে না, তখন তাদের ব্যাপারে তার খটকা লাগল এবং তাদের দিক থেকে অন্তরে শঙ্কা বোধ করল। ফিরিশতারা বলল, ভয় করবেন না। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে (আপনাকে পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং পাঠানো হয়েছে) লূতের সম্প্রদায়ের কাছে।[৪]

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ

অতঃপর যখন ইবরাহিমের ভীতি দূর হল এবং সে সুসংবাদ লাভ করল, তখন সে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার সঙ্গে (আবদারের ভঙ্গিতে) ঝগড়া শুরু করে দিলো।[৫]

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۖ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ

ইবরাহিম বলল, সে জনপদে তো লূত রয়েছে। ফিরিশতাগণ বলল, আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে, সেখানে কারা আছে। আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে অবশ্যই রক্ষা করব, তবে তার স্ত্রীকে ছাড়া। সে যারা পেছনে থেকে যাবে তাদের মধ্যে থাকবে।[৬]

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুমে ফেরেশতাগণ সুদর্শন পুরুষদের রূপধারণ করে আবার সাদ্দুম নগরী তথা লূত (আলাইহিস সালাম)-এর বাড়িতে প্রবেশ করেন।

হজরত লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির ধ্বংসের বর্ণনা দেওয়া বেশ কিছু আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসিরে পাওয়া যায়: হজরত জিবরাইল, ইসরাফিল ও

[৪] সূরা হূদ: ৬৯-৭০
[৫] সূরা হূদ: ৭৪
[৬] সূরা আনকাবূত: ৩১-৩২

মিকাইল সুদর্শন পুরুষের রূপ ধরে, সাদ্দুম নগরীতে হজরত লূত (আলাইহিস সালাম)-এর এলাকায় উপস্থিত হন, এবং লূত আলাইহিস সালাম-এর মেহমান হন। হজরত লূত (আঃ) গোপনে তাদেরকে আশ্রয় দেন। কিন্তু লূত (আলাইহিস সালাম)-এর এক স্ত্রী এই খবর পাপাচারী সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেয়।

পাপাচারী সম্প্রদায় তাদের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্য লূত (আলাইহিস সালাম)-এর বাসস্থানে আক্রমণ করে। শেষ পর্যায়ে লূত আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দুআ করেন, তাঁর মেহমানদের সম্ভ্রম যেন রক্ষা হয়। তখন ফেরেশতাগণ বলে উঠেন-

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْکَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَکَ ۗ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۗ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۗ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ

“হে লূত (আলাইহিস সালাম)! আমরা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো আপনার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। ব্যস! আপনি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যান। আর আপনাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়। কিন্তু নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর উপরেও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। নিশ্চয় ভোর বেলা তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়?”[৭]

মুফাসসিরগণ বলেন: এরপর প্রথম জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) তাদের সামনে আসেন এবং তাঁর ডানা দিয়ে হালকা আঘাত করেন। এতেই সকল পাপাচারী অন্ধ হয়ে যায়। এরপর জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) লূত (আলাইহিস সালাম)-এর নিরাপদে সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এরপর ডানা দিয়ে সমগ্র সাদ্দুম নগরীকেই ওপরে তুলে ফেলেন, এবং এদের নিয়ে এত উঁচুতে যান যে, প্রথম আসমানের রক্ষী ফেরেশতারাও সাদ্দুম নগরীর কুকুর আর মোরগের ডাক শুনতে পাচ্ছিল।

এরপর পুরো জনপদকে উল্টো করে সজোরে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়। এবার আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক পাপীর নাম লেখা পাথর বর্ষণ করা হয়, এমনকি যেসব পাপী বাসিন্দা কোনো কাজে সেই নগরীর বাইরে ছিল তাদের উপরও

---

[৭] সূরা হুদ: ৮১

প্রস্তর খণ্ড এসে পড়ে। এরপর আল্লাহ সে স্থানে দূষিত পানির জলাধারা প্রবাহিত করে দেন।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ

অর্থ: “অবশেষে আমার (আল্লাহর) আদেশ চলে আসলো, তখন আমি উক্ত জনপদকে ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ করলাম।”[৮]

লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের সমকামিতার শাস্তির ব্যাপারে আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একাধিক হাদিস রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো:

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُول بِهِ

“তোমরা যাদেরকে লূতের সম্প্রদায়ের অনুরূপ আচরণ করতে দেখো, সেই পাপাচারী এবং যার উপর ঐ কুকর্ম করা হয়েছে উভয়কে হত্যা কর।”[৯] সনদ হাসান।

উপরোক্ত হাদিসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ি (রহিমাহুল্লাহ) এবং আলেমদের একটি জামাত বলেছেন ‘লাওয়াতাতকারীকে’ হত্যা করতে হবে, সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক।

আর ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, তাকে উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করতে হবে এবং এক এক করে পাথর বর্ষণ করতে হবে যেভাবে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের প্রতি আল্লাহ করেছিলেন।

---

[৮] সূরা হুদ: ৮২
[৯] মিশকাত: ৩৫৭৫, সুনান আবু দাউদ: ৪৪৬২, তিরমিজি: ১৪৫৬, ইবন মাজাহ: ২৫৬৯, বায়হাকী: ১৬৭৯৬, হাকিম: ৮০৪৭, ৮০৪৯

নারী সমকামীদের ব্যাপারে নবি (সাঃ)-এর ইরশাদ

হজরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "নারীর সাথে নারীর সমকামিতা তাদের মধ্যে যিনার নামান্তর।"[১০]

এই হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হলো:

কোনো নারী যদি নারীর সাথে অপ্রাকৃতিক কোনো পন্থায় মিলনের চেষ্টা করে তাহলে তার এই কাজ যিনা বা ব্যভিচার হিসাবে গণ্য হবে এবং এর শাস্তিও অবৈধ যিনা করলে যে শাস্তি দেওয়া হয় সেই শাস্তি তথা রজম করা। আস্তাগফিরুল্লাহ।

সমকামীরা অভিশপ্ত

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ-

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে সমকামিতা করে। আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে সমকামিতা করে। আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেন তার উপর, যে সমকামিতা করে। এভাবে তিন বার বলেন।"[১১]

এই হাদিসের ব্যাখ্যা দেখানো মনে হয় না প্রয়োজন আছে। এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সমকামীরা অভিশপ্ত। সুতরাং এই নিকৃষ্ট কাজটি যেকোনো সম্প্রদায়ের জন্য অভিশাপস্বরূপ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বরং এই নোংরামোর শেষ

[১০] বায়হাকী: ৫০৫২
[১১] নাসায়ি-সুনানে কুবরা: ৭০৫৬, আহমদ: ২৯১৫; ইবন হিব্বান: ৪৪১৭; বায়হাকী: ৭৩৩৭, ১৬৭৯৪; ত্বাবরানী/কাবীর: ১১৫৪৬; আবু ইয়া'লা: ২৫৩৯; আব্দুবদ ইবন হুমাইদ: ৫৮৯; হাকিম: ৪/৩৫৬

পরিণতি যে ধ্বংস, তা প্রমাণে কওমে লূত (আলাইহিস সালাম) এক বিরাট ও স্পষ্ট নিদর্শন।

যেহেতু সমস্যার পেছনে শয়তানের ইন্ধন ও বাসনা রয়েছে, সেহেতু এর সমাধানও ইসলাম দিয়েছে এবং তা খুবই স্পষ্ট ও যথার্থ। এ নিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমকামীদের ব্যাপারে সাহাবিদের মতামত

১। একবার হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট এ মর্মে পত্র লিখলেন, এক এলাকায় এমন এক ব্যক্তি পাওয়া গেছে, যে অন্য এক পুরুষকে বিবাহ করেছে।

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মীমাংসার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন। সেখানে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন, এটা এমন এক কাজ যা দুনিয়াতে কওমে লূত ব্যতীত অন্য কেউ করেনি। আল্লাহ পাক তাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন তা তো আপনি জানেন। সে হিসেবে আমার মত হলো, ঐ ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হোক। অতঃপর অন্য সমস্ত সাহাবাদের সর্বসম্মতিক্রমে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদেশে তাকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করা হলো।[১২]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ উনার কিতাব "রওদাতুল মুহিব্বিন" এর ৩৬৩-৩৬৪ নং পৃষ্ঠায় এ হাদিস নিয়ে আলোচনা করেছেন।

২। ইবনে আব্বাস, আলি কওমে লূতের আমলকারীদের সম্পর্কে বলেছেন-

«يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِيْ الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى اللُّوْطِيُّ مِنْهَا مُنَكَّساً، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ»

গ্রামের সবচেয়ে উঁচু ভবন দেখে, মাথা নিচু করে সেখান থেকে ফেলে দাও সমকামীকে। অতঃপর পাথর মারা হবে।[১৩] সনদ সহিহ।

[১২] সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী: ৮:২৩২, বায়হাকী-শুআবুল ঈমান: ৫৩৮৯
[১৩] মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ: ৯/৫২৯ হা/২৮৩৩৮

৩। অপর আরেকটি বর্ণনায় আছে: তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে।[১৪] এবং এটাই বিশুদ্ধ মত।

৪। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সমকামী লোকদের শাস্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলেন:

বস্তির সবচেয়ে উঁচু বাড়ির উপর তাকে হাত পা বেঁধে উঠাবে এবং পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে।[১৫]

উপরের এই হাদিসের শেষে দিকে তাবেঈনদের সংশ্লিষ্ট আলোচনা:

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوْطِيِّ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ وَهٰذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوْا حَدُّ اللُّوْطِيِّ حَدُّ الزَّانِيْ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

অভিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে লাওয়াতাতকারীর (সমকামীর) শাস্তির ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সমকামীকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে, সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ ও ইসহাক। আতা ইবনু আবি রাবাহ প্রমুখ বলেছেন, সমকামীর শাস্তি যিনাকারীর শাস্তির মতোই। এই অভিমত সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের।

৫। হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ-

তোমরা কাউকে যদি লূত সম্প্রদায়ের মতোই কু-কর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে সেই অপকর্মকারী ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।[১৬]

---

[১৪] মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হা/২৮৩২৯, সনদ হাসান

[১৫] তিরমিজি: ১৪৫৬

[১৬] সুনানে আবু দাউদ হাদিস: ৪৪৬২, ৪৪৬৩

৬। সাইয়্যিদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু এবং একদল সাহাবি ও তার অনুসারী বলেছিলেন- 'সে বিবাহিত হোক বা না হোক, যতক্ষণ না মারা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে।' ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং মালিক তার সাথে একমত।'[১৭]

৭। আরও দুটো আলাদা ঘটনায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং হিশাম ইবনে আবদুল মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ ধরনের সমকামী লোকদের আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

সমকামীদের ব্যাপারে ইমামগনের মতামত

১। ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা থেকে এ ব্যাপারে দুটো মত বর্ণিত আছে:

(ক) সমকামী চাই বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত, সর্বাবস্থায় তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর মতও এটাই।

(খ) সমকামিতার শাস্তি যিনার শাস্তির অনুরূপ। অর্থাৎ, যদি বিবাহিত হয়, তাহলে প্রস্তারাঘাত আর অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত। আর এটা সাহেবাইনেরও মত।[১৮]

২। হজরত ইবরাহিম নাখঈ, হজরত কাতাদা, হজরত আত্বা, হজরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম বলেন, ব্যভিচারীদের যে শাস্তি, সমকামীদেরও সে একই শাস্তি।[১৯]

---

[১৭] রওদাতুল মুহিব্বিন: ৩৬৪ পৃষ্ঠা

[১৮] আল-মাজমু, ২২:৬১

[১৯] তুহফাতুল মুহতাজ, ৯:১০৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাকগ্রাউন্ড

একভাই দ্বীনে ফিরে আসার পর এই অন্ধকারজগত সম্পর্কে উম্মাহকে হুশিয়ার করার জন্য ব্যক্তিগত কিছু তথ্য শেয়ার করেন। যা পাঠকদের বুঝার স্বার্থে যথাসম্ভব সাবলীল ভাষায় এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।[২০]

২০১২ সাল। তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। ছেলে হয়ে আরেকটি ছেলে ক্লাসমেটকে ভালোলাগা শুরু হয় আমার মধ্যে। যদিও এর আগে আমার আরেকটি মেয়েকে ভালো লাগত। তখনো বুঝিনি এটা আমার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সমকামিতা জগতে প্রবেশের প্রথম ধাপ।

ওই ছেলেকে কখনো বলার সাহস হয়ে ওঠেনি। তবে একসময় মানসিকতা তৈরি করে বলার পর সে পাত্তা দেয়নি। একসময় আমিও তার কথা ভুলে যাই। তবে ছেলেদের প্রতি ভালোলাগা যেন বাড়তেই থাকে। সেটা অবশ্যই সেক্সুয়াল ভালোলাগা।

২০১৫ সালে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলি, তখন ঘাটাঘাটি করতে করতে, আমার যা ইন্টারেস্ট সেটা খুজে বের করে ফেলি। আমার পূর্বের ধারণা ছিল, মনে হয় আমিই ব্যতিক্রম। কিন্তু....না...। ফেসবুকে এসে দেখি আমার মতো হাজার হাজার। পর্ন সাইট ব্রাউজ করে আমি নতুন আরো একটি জগত আবিষ্কার করলাম।

আমার আগ্রহের জিনিস তা পেয়ে গেলাম। তখনো "Gay" শব্দটা জানতাম না। বুঝতে পারলাম এরা হলো আমার মতোই সমমনা গোত্রের। তখন ফেসবুকে আমি ফেইক আইডি খুলি। ফেইসবুকে সার্চ দিতেই (বিভিন্ন জেলার নামের সাথে সমকামিতা লিখে সার্চ দেই) শত শত আইডি আসে। এড দিলাম। কথা হলো। কারো কাছে প্রেমের নিবেদন, কারো কাছে পার্সোনাল ছবি চাইতাম। প্রাইভেট ছবি আদান প্রদান করতাম, ভিডিও কলে নষ্টামি বেহায়াপনা করতাম।

---

[২০] এই ভাই, ইমেইল করে তার জীবনের অন্ধকার অধ্যায়ের ঘটনাটি আমাদের পছন্দের একজন সম্মানিত ইসলামিক স্কলার আবু ত্বোহা মোহাম্মদ আদনান ভাইয়ের কাছে বিষয়টি পাঠান। ওই নব দ্বীনে ফেরা ভাইয়ের লেখাটি তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করা।

আমি আরো উদ্ধত হয়ে যাই। আরো এক্সপ্লোর করতে থাকি। ২০১৫ কিংবা ১৬ সালের দিকে ফেসবুকে তেমন ফিচার আসেনি। আবার সবার কাছে স্মার্টফোন তেমন একটা ছিল না। তখন ফেসবুকে আবিষ্কার করি 'গে চটি' নামের বিভিন্ন পেজ। 'গে চটি' মানে পুরুষে পুরুষে মিলনের ফ্যান্টাসি গল্প। সেখানে সমকামী যৌনতার বর্ণনা দেওয়া থাকত। সেসবে আমি মগ্ন হয়ে যাই। রাস্তাঘাটে সুন্দর ছেলেদের দেখলেই আমার মনে কামনা জাগত।

ওইখানে (ফেইসবুকে) "পার্টনার রঞ্জক" নামের ফেসবুক গ্রুপে 'প্লেস ফ্রি' বলে পোস্ট করা থাকত। মানে বাসা খালি। কিন্তু তখন গ্রামে থাকায় তেমন সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

২০১৬ সালে আমি ঢাকায় আসি। সমকামিতার অন্ধকার জগতে পদার্পণের আমার দ্বিতীয় ধাপ। সাধারণত আমি যেভাবে এই জগতে এসেছিলাম, মোটামুটি অন্য সব ছেলেদেরই এ জগতে আসার প্রসেসটি এরকমই।

তবে কিছু কিছু মা-বাবার অসচেতনতায় খুব অল্প বয়সেই কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের মনের মধ্যে সমকামিতার আগাছা জন্ম নিয়ে নেয়। সন্তান কোথায় যাচ্ছে কি করছে, কাদের সাথে মিশছে, শাসন না থাকার ফলে গ্রামে বা শহরে চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, মামাতো ভাই, পাশের বাসা বা বাড়ির ফ্রেন্ড বা সিনিয়র-জুনিয়রদের মাঝে খুব ছোট বয়সে সমকামিতা প্রথম শুরু হয়। হয়তো কেউ কেউ এবিউজড হয় বা জোড়াজুড়িতে হয়। কেউ সেই রেশটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তার ভেতরে সমকামিতার বীজ থেকে যায়। যা বড় হওয়ার সাথে সাথে বেড়ে ওঠে।

বাংলাদেশে সমকামিতার বাস্তব রূপ

সব সমকামীদের এই জগতে প্রবেশ হয় ফেসবুকে ফেইক আইডি খোলার মাধ্যমে। ফেসবুকে এ ধরনের পাঁচ শতাধিক গ্রুপ পাওয়া যাবে।

তন্মধ্যে অন্যতম হলো, সমকামী জ্যাত, সমপ্রেমীদের আড্ডা, কুলাউড়া গে বয়, বিয়ানীবাজার বড়লেখা কুলাউড়া গে মিট, ঢাকা গে কমিউনিটি, রংপুর গে কমিউনিটি, সমকামীদের মেলা, Partner ইত্যাদি এ ধরনের বিভিন্ন নামে শত শত গ্রুপে ফেসবুক সয়লাভ। চটি পেজগুলো আরো নোংরা, ওরা যে কি জগন্য

হতে পারে, একসময় আমারও ধারণা অনেক বাহিরে ছিল। আপনারাও হয়তো বা এর আগে জানতেন না।

গে চটির পেজগুলোতে নিত্য নতুন চটি গল্প লিখে উন্মাদ করে ফেলে। ছেলেদের সাথে ছেলেদের সেক্স করার আকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি করে। এগুলো গে কমিউনিটিরা গিলে খায়। এরা এত নিকৃষ্ট যে বাবা ছেলের যৌনমিলনের কাহিনি লিখে, (নাউজুবিল্লাহ) ওরা এত অসভ্য হয় যে নিজের ছোট ভাই ও ভাগিনার সাথে অপকর্মের বর্ণনা লিখে।

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন "ধুর মিয়া এরা আর কয়টা, চিপায় চাপায় হাতেগনা অল্প কয়েকটা"। ভাই এরা বিরাট একটা সংখ্যা। একশো দুশো নয়, হাজার হাজার। লাখ লাখ সমকামী আছে দেশে।

ফেইসবুক এখন হাতে-হাতে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে ১০০% নিশ্চিত যা কিছুতেই ভুল হতে পারে না। ঢাকা শহরের প্রতিটি বিল্ডিংয়ে অন্তত একজন করে সমকামী আছে, যে নিয়মিত সমকামিতায় লিপ্ত হয়ে গে সেক্স করে বেড়ায়।

অঞ্চলভেদে এদের সংখ্যাটা বেশি-কম। বিশেষ করে উত্তরা, টঙ্গী, আবদুল্লাহপুর, গাজীপুর, কোনাবাড়ি, সাভার এরিয়ায় সহজেই কুকর্ম চলতে থাকে। যথাসম্ভব ওইসব এরিয়ায় গার্মেন্টস বা ফ্যাক্টরীর কর্মী বেশি থাকায় বাসায় কে আসে কে যায় এসব কেউ কেয়ার করে না। যাত্রাবাড়ি, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ, চাষাড়া, নরসিংদী, এরিয়ায়ও অনেক সমকামী আছে। বিশেষ করে ছোট বাসায় বা মেসে এর সংখ্যা বেশি। আর ভয়ানক কথা হলো এসব এরিয়ায় ওদের কমিউনিটি থাকে। আর এইসব বাসায় এদের গ্রুপ সেক্স পার্টি হয়।

কেরানীগঞ্জের ওপারে একবার হয়েছিল। তখন এরা সবাই নিজেদের ভাবত, তারা এলিয়েন। কিন্তু ওরা আমাদের আশেপাশেই স্বাভাবিক অন্য সব মানুষের মতো, কিন্তু সারাদিন ফেইক আইডি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, পর্ণ দেখে, প্লেস খুজে, গোপনে সমকামিতা করে। অথচ ধারণা পর্যন্ত করা যায় না যে সবার চোখে ধুলো দিয়ে এই লোকগুলো সমকামিতায় আসক্ত। এমনকি বিয়ের পরও আগের অভ্যাস ছাড়তে পারে না। বাসা খালি পাইলেই শুরু করে কুকর্ম।

কেউ কেউ জেনে বুঝে করে এবং নাস্তিক মুক্তমনা, ইসলামবিদ্বেষী টাইপের কিছু লোক আছে যারা এই সুযোগটা নিয়ে গ্রুপগুলোতে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। সমকামীদের মধ্যে যারা ধর্ম নিয়ে সচেতন নয় নাস্তিকরা এই সুযোগে তাদের উস্কে দেয়।

ফেসবুকে যা চলে

ফেসবুকে সমকামীদের গ্রুপে চলে "প্লেস ফ্রি" বিজ্ঞাপন। প্রথমে বলে নেই, সমকামীদের যৌনতার ধরন তিনটি।

১. যারা পুরুষের ভুমিকা পালন করে তাদের "টপ" বলে।

২. যারা নারীর ভুমিকা পালন করে তাদের "বোটম" বলে।

৩. আবার যারা দুইটাই করে তাদের "ভার্সেটাইল" বলে।

ফেসবুকে যখন প্লেস ফ্রি এর পোস্ট দেয় তখন এরকম লিখে :

- প্লেস ফ্রি।
- লোকেশন : অমুক জায়গায়।
- এজ : এত।
- রোল : বোটম
- ২০-৩০ এর ভিতর টপ লাগবে।

এই পোস্টে অনেকেই কমেন্ট করে যে, ইনবক্স চেক করো। তারপর ইনবক্সে এসে ছবি আদান প্রদান করে নাম্বার দেয়। তারপর ওই ছেলের বাসায় চলে যায়। এখানে যে প্লেস ফ্রি পোস্ট করেছে, হয়তো ওই ছেলের বাবা-মা বাহিরে গেছে। অথবা ও মেসে থাকে, তার রুমমেটেরা মেসে নেই, অথবা সে একাই মেসে থাকে। আর প্রতিদিন কাউকে না কাউকে বাসায় এনে এই সমকামিতা করে।

আমি যে জগত দেখে এসেছি তাতে বাস্তবতা দেখলাম রাস্তার মোড়ে মোড়ে সমকামী। আপনার আমার চোখে ধুলা দিয়ে তারা সমকামিতায় লিপ্ত।

ফেইক আইডিতে আমি এমন সব লোক পেয়েছি যে, আমি নিজেই অবাক। ভার্সিটির ছাত্র, মাদ্রাসার ছাত্র, ক্লাস নাইন-টেনে পড়ুয়া ছাত্র, গ্যারেজবয়, ডক্টর, টিচার, দাড়ি পাকা বুড়াও পেয়েছি; যাদের এক পা কবরে চলে গেছে, তাও পোস্ট করে "কচি টপ চাই" এমনকি মসজিদের হুজুর ও পেয়েছি। এদের আইডির নাম আবার "হুজুর টপ"। এ রকম অনেক হুজুর পেয়েছি। তাদের পোস্ট এরকম "হুজুর লাইক করো কারা ইনবক্সে আসো"। আর অনেকগুলো কমেন্ট আসে, আমি মাদ্রাসার টপ/বটম চেক ইনবক্স।

সব ধরনের লোক পেয়েছি প্রতিটি এরিয়ায়। বলতে গেলে অলিতে-গলিতে সমকামিতা হচ্ছে। একটি বার ভাবুন একটা ছেলে হুট করে একটি ছেলের বাসায় ঢুকল আর দশ মিনিট পর চলে গেল!

দারোয়ান : কই যাবেন?

- তিন তলায়।

দারোয়ান : কার কাছে?

- অমুকের কাছে।

দারোয়ান : কি হয়?

- বন্ধু।

দারোয়ান : ওকে যান।

এভাবেই চলছে সমকামিতা।

দেখুন স্বাভাবিকভাবে কোনো ছেলে কোনো মেয়ের সাথে ব্যভিচারের সুযোগ পায় না। চাইলেই একটা মেয়েকে বাসায় আনতে পারে না, হোক সেটা গ্রামে বা শহরে। অথচ, একটি ছেলেকে বাসায় আনতে চাইলে একটি পোস্ট ও কিছু সময়ের ব্যাপার। তাছাড়া একজন ছেলেকে কেউ সন্দেহও করে না। করবেই বা কেন? সাধারণ দৃষ্টিতে একটা ছেলে আরেকটা ছেলের বাসায় গিয়ে কিইবা করবে। এটি শুধু ঢাকার চিত্র নয়, সারা বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে সব জায়গায়।

ফেসবুকে সমপ্রেমী গল্পের যে পেজগুলো আছে, একসময় আমিও এই গল্পগুলোতে বিভোর হয়ে থাকতাম। ভাবতাম একসময় আমার জীবনেও একটি ছেলে আসবে। আমি তাকে নিয়ে সারাজীবন থাকব। তখন তো আর বুঝিনি, আমি যা করছি, আর আমি যা ভাবছি তা আমার ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। এই জগত এইভাবেই অলীক কল্পনায় মাতিয়ে রাখে সবাইকে। আমি জানি আমি পাপ করেছি। আমি কতগুলো ছেলের সাথে এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছি আমি নিজেই জানি না।

পাবলিক প্লেসে সমকামিতার বীজ

আরো আছে এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেই শাহবাগ চত্বরে প্রতি শুক্রবার গে কমিউনিটির আড্ডা হয়। আমিও গিয়েছিলাম। ওরা ঘুরে, পার্টনার খুজে, বেড শেয়ার করে।

প্রতি শুক্রবারে অন্তত ১০০-২০০ সমকামী আসে শাহবাগে! সপ্তাহের প্রতিটা দিনই সন্ধ্যার পর রমনায় চলে সমকামিতার নোংরামি। এবং শুক্রবারে তাদের সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি হয় এই রমনায়। এদিন প্রায় ২০০-৩০০ সমকামী আসে সেক্স করতে।

শাহবাগের দিকে যে গেইট আছে, ওখান থেকে ঢুকে গোল চত্বরের উত্তর পাশে যে একটা ছাউনি আছে ওইখানে বিকালে গানের আসর বসে। আর এই আসর ঘিরে যারা দাঁড়ানো থাকে, এদের বেশিরভাগই সমকামী। আপনি এখানে একটু দাড়ালেই ওরা পাশে এসে আপনার শরীরে অস্বাভাবিক ভাবে হাতাহাতি শুরু করবে। পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরবে। শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিবে। আর এগুলোই চলে সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগ পর্যন্ত। অন্ধকার নামলেই গোল চত্বরের উত্তরে জিম করার সরঞ্জাম থাকে যেখানে, ওই জায়গাটায় এরা জটলা পাকায়।

কি বলব এত অসভ্য জায়গা আর নোংরা কাজে আমি হতভাগা গিয়েও নাম লিখিয়েছিলাম। একজন দাঁড়ায় প্যান্টের চেইন খুলে আর তিনজন সেটা....... , আর সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। (আস্তাগফিরুল্লাহ!)

ভিতরের যেসব জায়গা অন্ধকার ওইখানে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। পাশ দিয়ে কেউ গেলেই ইশারা করে। পরে তাঁরা অন্ধকার একটি গাছের গোড়ায় গিয়ে যা করার তাই করে। ওরা এতই নির্লজ্জ যে, সবার সামনে সেক্স করে। আমি নিজ চোখে দেখেছি।

- সবার সামনে সেক্স

এখন হয়তো ভাবছেন এখানের গার্ডরা কোথায় থাকে এরা কিছু বলে না? ওখানের গার্ডরা সব জানে, এরা সবার কাছ থেকে ২০ টাকা করে নেয়। আর একটা কোড বলে দেয়, যেমন চারটা শূন্য বলতে হবে।

কি বলব, কাকরাইল মসজিদের পেছনের পার্কের যে অংশটা, ওইখানেও সবার চোখের আড়ালে অন্ধকার গাছের নিচে চলে এই অসভ্য সমকামিতার চর্চা। অথচ প্রশাসন জেনেও নীরব। আপনি যদি এখানে রাত আটটার দিকে একা দাঁড়িয়ে থাকেন, দেখবেন গার্ড এসে বলবে "এই মামা টাকা দেন"। ওই জায়গায় যারা যায় এরা নিজেই জানেনা কুকুর শূকরের মতো তারা যৌনতার আকাঙ্ক্ষায় রাস্তায় নেমে গেছে।

আরো কিছু কিছু পার্ক আছে, ব্রীজের নিচে, ঘাটের পিছনে এরকম বহু জায়গায় ছড়িয়ে গেছে সমকামিতা। বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে কিংবা হাটার পথে, আমি এরকম বহু সমকামী দেখেছি যারা ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে ডাকে। যদিও এই ইশারাগুলো সমকামী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

দেশে সমকামিতার যে ভয়াবহ অবস্থা, সেটি আপনি বুঝতে পারছেন না। অথচ আমি নিজ চোখে দেখেছি। রমনায় যারা আসে, এদের বয়স ২০-৩০ এর ভিতর বা বেশি। কাজ করে, ইনকাম করে। আমি রমনায় দেখেছি, মাঝেমধ্যে যেই না গার্ড বাঁশি বা সিটি দেয়, এরা পশ্চিম মাথা থেকে পূর্ব দিকে দৌড় দেয়। আবার ওদিক থেকে তাড়িয়ে দিলে এদিকে আসে। এরা শুধু সমকামিতা করতে কি রকম কুকুর শূকরের মতো দৌড়ায়। আর আমি কপালপোড়াও ছিলাম এদের মতো।

একবার আমি, একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম হাতিরঝিল আবাসিক এলাকায়। আরো গিয়েছিলাম উত্তরা আর গুলশানে। ওরা নিজেদের কমিউনিটি সদস্যদের নিয়ে নাচ-গান করে, পার্টি করে। খাওয়া-দাওয়া শেষে, যারে যার ভাল্লাগে তার সঙ্গে যৌন উন্মাদনায় মেতে ওঠে। (লা হাওলা ওয়ালা কুয়া তা ইল্লা বিল্লাহ)

হ্যা! এটা ইউরোপ না বাংলাদেশেই হচ্ছে। অথচ আমরাই বেখবর। কি ভয়ংকর জাহান্নামরূপী জান্নাতেই না আমরা বাস করছি, তুলছি তৃপ্তির ঢেকুর!

প্লে স্টোরে সমকামীদের অ্যাপ

সমকামীদের APP

ফেসবুকে যেমন অনেক ফ্রেন্ড পাওয়া যায়, সমকামী অ্যাপসের মধ্যেও এরকম হাজার হাজার আইডি পাওয়া যায়। (পাঠকদের ট্রিগার এর ভয়ে অ্যাপস এর নাম উল্লেখ করছি না) এই অ্যাপসগুলোও এখন ফেসবুকের মতোই ভয়ানক। সেখানেও মেসেজ করে দেখা করে, সেক্স করে। এভাবেই চলছে। পুরো দেশটা সমকামীদের অ্যাপসে ছেয়ে গেছে। চলছে রমরমা সমকামিতা চর্চা।

এই অ্যাপগুলোতে যেসব আইডি আছে, তার সব হলো ফেইক আইডির মতো। শুধু একজনের একটি ছবি দেওয়া থাকে। আর কাউকে মেসেজ করলেই, ডাইরেক্ট সেক্স অফার। কারণ এই অ্যাপগুলোই সমকামীদের। এখানে আপনি তার লোকেশনসহ দেখতে পারবেন। মানে কোনো সমকামী আপনার ১০০ মিটারের ভিতরে আছে কিনা তার লোকেশান এই অ্যাপসগুলো দেখাবে। এখানে শুধু মেসেজ, ছবি শেয়ার অথবা ভিডিও কল হয়। আর বাসা ফাঁকা থাকলে তখনই মেসেজ, অফার সেক্স। কেউ বুঝলই না একটা ছেলের বাসায় আরেকটি ছেলে এসে কি করে গেলো। এটাই চলছে দেশে। এই অ্যাপসগুলো ওপেন করলেই ঢাকার প্রতিটা জায়গায় সিগনাল (সমকামী) পাওয়া যাবে।

শুধুমাত্র সমকামিতা হয় এমনও নয় বরং চাঁদাবাজিও চলে। ইদানীং শোনা যায়, নিউজ পত্রিকায় বা সোশ্যাল মিডিয়ায়। ডেটিং অ্যাপস এর মাধ্যমে বাসায় ডেকে নিয়ে সমকামীদের ফাদে ফেলে ব্ল্যাকমেইল ও মারধর করে, এমনকি টাকা না পেয়ে হত্যা পর্যন্ত করে।

অনেকে এমন হয়রানিতে পড়ে, কিন্তু মুখ খুলে না সম্মানের ভয়ে। এক্ষেত্রে হয়তো তারা জানে না যে, সমকামী গ্রুপের পেছনে আসলে কারা আছে। মূলত সমকামী গ্রুপের ব্ল্যাকমেইলার সাধারণত 'কতি' টাইপের অথবা 'ম্যানলি' স্মার্ট ছেলেদের টার্গেট করে।

কতিরা আনে ম্যানলি (পুরুষালী) ছেলেদের। আর ম্যানলিরা আনে কতি (মেয়েলি) ছেলেদের। এরা কাজ করে কমিশনে। শাহবাগ বা রমনায় গেলেই

সমকামীদের ফাঁদে ফেলে হত্যা, ছিনতাইও হয়

দেখা যায় হিজড়ারা কন্টাক্ট করতে আসে। তারপর বাসায় নিয়ে, গোপনে তাদের মিলনরত অবস্থার ভিডিও ধারণ করে ফাঁসিয়ে দেয়।

"গত ১৮ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশের একটি টিভি চ্যানেলের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ফেসবুকে সমকামীদের গ্রুপের মাধ্যমে ডেকে নিয়ে মুক্তিপণের দাবিতে হত্যার অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায়, সর্বশেষ দুজনসহ এ ঘটনায় মোট পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।

ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মোরশেদ আলম জানান, মূল অভিযুক্ত তারেক সমকামিতায় আসক্ত। ফেসবুকে গ্রুপ ও মেসেঞ্জারের মাধ্যমে সে সঙ্গী খুজে নিত। এভাবে সে বিগত ২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর রাজধানীর দক্ষিণখান এলাকার আমির হোসেনকে গাজীপুর চৌরাস্তায় নিয়ে যায়। এরপর তাকে আটকে রেখে পরিবারের কাছে দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণ না পেয়ে ২৯ ডিসেম্বর আমির হোসেনকে হত্যা করে এবং বস্তাবন্দী মৃতদেহটি সেপটিক ট্যাংকে লুকিয়ে রাখে। এরপর তারেক পরিচয় গোপন করে নোয়াখালীর হাতিয়ায় গিয়ে তাবলিগ জামাআতের কাজে যুক্ত হয়। দীর্ঘ পাঁচমাসের তদন্তে দক্ষিণখান থানা পুলিশ তার সন্ধান পায়।"

সম্প্রতি আপনারা হয়তো আরো দেখেছেন, স্থপতি ইমতিয়াজকে বাসায় নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। এবং টাকা না পেয়ে তাকেও হত্যা করা হয়। কিন্তু সে তো সবার চোখে ভালো মানুষ ছিল। সে বিবাহিত তার তিনটা বাচ্চা ও আছে। অথচ সবার অন্তরালে সে এই জঘন্য কাজে জড়িত ছিল। আল্লাহ তাকে মাফ করুন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো এই অনাচার তো অবশ্যই বন্ধ হওয়া চাই। আমি যে জগতে ছিলাম সেটা অন্ধকার, স্বেচ্ছায় কেউ এই জগতে যেতে পারলেও স্বেচ্ছায় ফিরতে পারে না। কেউ ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে হয়তো সমকামীদের সাথে দেখা করা থেকে ফিরে, কিন্তু তার কলব পরিষ্কার করতে পারে না। মন থেকে দূর করতে পারে না এত দিনের চর্চা। সুযোগের সন্ধানে থাকে।

অথচ একজন মুসলিম কোনো অবস্থায় নিজেকে সমকামী বলতে পারে না, মুসলিম কখনো সমকামী হতে পারে না। এর থেকে পরিপূর্ণ ফিরতে প্রয়োজন

উসিলা ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেওয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত, হেদায়াত।[২১]

পুনঃ সংযোজন

সম্প্রতি ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে এই লেখাটা প্রাসঙ্গিক। এজন্য স্বাভাবিকভাবে যারা সমকামিতায় জড়িয়ে যায় তাদেরকে ব্রেইনওয়াশ করতে সমকামী গ্রুপগুলোতে ওদের এজেন্টরা প্ররোচনা দিয়ে আসছে অনেক আগে থেকেই।

অন্য পুরুষের গল্প পেজের এডমিন নিজেই সমকামী, সে নাকি আবার লেখক। ওদের কথা হলো নিজেদের অধিকার আদায়। অথচ বেশিরভাগ সমকামীরা, নিজেই সমকামিতাকে সাপোর্ট করে না, ঠিক যেমন চোর চুরিকে সাপোর্ট করে না। হিজড়া নাম দিয়ে ট্রান্সজেন্ডার তথা সমকামিতার প্রচার করছে।

আলেম-ওলামা শিক্ষিত ভাইয়েরা সমকামিতার শাস্তি, পরকালের আজাব, আল্লাহর ভয়, সমকামিতার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিকৃত রুচির কথা আলোচনা করুন। আপনি ভাবছেন তেমন কেউ হয়তো সমকামিতা কি চিনে না, এই জগত সম্পর্কে অজানা। অথচ ক্লাস সেভেনের বাচ্চাটা ফেসবুকে অলরেডি সমকামী গ্রুপে এড হয়ে গেছে।

[২১] এই ভাই, ইমেইল করে উনার জীবনের অন্ধকার অধ্যায়ের ঘটনাটি, আমাদের পছন্দের একজন সম্মানিত ইসলামিক স্কলার আবু ত্বোহা মোহাম্মদ আদনান ভাইয়ের কাছে বিষয়টি পাঠান। ওই নবদ্বীনে ফেরা ভাইয়ের লেখাটি উনার থেকে সংগ্রহ করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ট্রান্সজেন্ডার কারা

অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর পাশাপাশি, আমাদের দেশের একদল সুশীল মানুষ; আমাদের এই রক্ষিত সমাজে আমদানি করার চেষ্টা করছে নতুন এক মতবাদ। এই মতবাদের নাম হলো ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী মতবাদ। অনেকে এটিকে লিঙ্গ পরিচয় বা জেন্ডার আইডেন্টিটি বলে সংবর্ধনা দিয়ে থাকেন।

এখন, যদি বলেন সংক্ষেপে এদের পরিচয় বা সংজ্ঞা দিতে, তাহলে বলব:

সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু সংখ্যক পুরুষ অথবা নারী, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ট্রান্সফরম করে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে, পুরুষের ব্রেস্টে বিশেষ একধরনের কেমিক্যাল পুশ করে ও নারীদের ব্রেস্টকে কাটাকাটির করে; এবং দেহের বাকি সব অর্গানসেরও অপারেশনের মাধ্যমে ট্রান্সফরম করিয়ে বাহ্যিকভাবে নারী থেকে পুরুষ এবং পুরুষ থেকে নারীতে যারা কনভার্ট হয় তাদের ইংরেজিতে ট্রান্সজেন্ডার (Transgender) বলে এবং বাংলায় রূপান্তরকামী বলে।

আসলে এটা এক ধরনের মানসিক রোগ, যখন কোনো নারী বা পুরুষ নিজের জন্মগত প্রাপ্ত যৌনাঙ্গর সাথে নিজের ব্যক্তিত্বের মিল করাতে পারে না! তখন সে এক ধরনের মানসিক অশান্তিতে ভোগে। তার অঙ্গভঙ্গি বা আচার আচরণে নিজের কাছেই মনে হতে থাকে যে, সে ভুল শরীর বা লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই রোগের নাম GID (Gender Identity Disorder) বা Gender Dysphoria.।

এই সকল মতবাদের লোকদের কথা হলো- 'কোনো পুরুষ যদি; নিজেকে নারী বলে ভাবতে শুধু করে এবং নিজেকে নারী হিসেবে মনে করে তাহলে সে একজন নারী। এবং নারীর অধিকার পাওয়া তার অধিকার। আর সেই পুরুষকে সেই সকল অধিকার দিতে হবে যা সমাজে নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আইন তাকে নারী হিসাবে মেনে নিতে হবে। যদিও সেই পুরুষের

শরীর পুরোপুরি স্বাভাবিক হোক, আর ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তিত হোক তাতে কিছু যায় আসে না।'

একইভাবে, এই মতবাদ এটাও বলে: 'কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ ভাবতে শুরু করে এবং নিজেকে পুরুষ মনে করে, তাহলে সে একজন পুরুষ। যদিও তার মাসিক বা ঋতুস্রাব হয় এবং সে সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম।'

'একজন ট্রান্সজেন্ডার এমন একজন ব্যক্তি, যার লিঙ্গ পরিচয় সাধারণত তাদের জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিছু ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি যারা এক লিঙ্গ থেকে অন্য লিঙ্গে রূপান্তর করতে চিকিৎসা সহায়তা চান, তারা ট্রান্সসেক্সুয়াল বা ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে চিহ্নিত হয়। ট্রান্সজেন্ডার যা বাংলায় রূপান্তরিত লিঙ্গ এরা হলো সেসব ব্যক্তি, যাদের মানসিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন হতে ভিন্ন।'[২২]

রূপান্তরিত লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গ যদি তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে ডাক্তারি সাহায্য কামনা করে তবে তাদেরকে অনেকসময় রূপান্তরকামী নামে ডাকা হয়। এছাড়াও রূপান্তরিত লিঙ্গ একটি শ্রেণিগত পরিভাষা; যাতে এমন ব্যক্তিদেরও যোগ করা হয় যাদের মানসিক লিঙ্গবোধ তাদের জন্মগত লিঙ্গচিহ্ন এর বিপরীত (রূপান্তরকামী পুরুষ বা রূপান্তরকামী নারী)। 'রূপান্তরিত লিঙ্গের অন্যান্য সংজ্ঞার মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গও অন্তর্ভুক্ত থাকে অথবা রূপান্তরিত লিঙ্গকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।'[২৩]

'তবে মাঝে মাঝে, বিস্তৃত পরিভাষায় রূপান্তরিত লিঙ্গ বোঝাতে ক্রস-ড্রেসার বা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধানকারীদেরকেও বোঝানো হয়'[২৪] তাদের লিঙ্গবোধ যাই হোক না কেন।

---

[২২] Terry Altilio, Shirley Otis-Green (2011)। Oxford Textbook of Palliative Social Work। Oxford University Press। page : 380। Transgender is an umbrella term for people whose gender identity and/or gender expression differs from the sex they were assigned at birth (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation [GLAAD], 2007।

[২৩] "Susan Stryker, Stephen Whittle, The Transgender Studies Reader page 666. "The authors note that, increasingly, in social science literature, the term "third gender" is being replaced by or conflated with the newer term "transgender."

[২৪] Reisner, Sari L.; Conron, Kerith; Mimiaga, Matthew J.; Haneuse, Sebastien; ও অন্যান্য (২০১৪)। ", Comparing in-person and online survey respondents in the US National

'রূপান্তরিত লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গ বিপরীতকামী, সমকামী, উভকামী বা নিষ্কামী ইত্যাদি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, অথবা প্রচলিত Sexual orientation বা যৌন অভিমুখিতার তকমাকে বেঠিক বা অপ্রযোজ্যও মনে করতে পারেন। পাশাপাশি, রূপান্তরিত লিঙ্গ পরিভাষাটি আন্তঃলিঙ্গ হতে সম্পূর্ণ আলাদা, যার দ্বারা এমন ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়, যারা জন্মগতভাবে এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা পুরুষ বা নারীর দৈহিক যৌন বৈশিষ্ট্য হতে আলাদা।'[২৫]

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া

হিজড়া, ট্রান্সজেন্ডার, তৃতীয় লিঙ্গ, ইন্টারসেক্স, রূপান্তরকামী; প্রতিনিয়ত আমরা এমন অনেক শব্দ শুনে থাকি। বেশিরভাগ মানুষই এ বিষয়গুলো গুলিয়ে ফেলেন অথচ এগুলো জানাটা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আমি যা মনে করি, যেকোনো বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ থাকলে এবং নির্ভরযোগ্য মাধ্যম থেকে জ্ঞান অর্জন করলে, সে সব বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানা সম্ভব; তা ট্রান্সজেন্ডার হোক বা অন্যকিছু। লিঙ্গের এই ছড়াছড়ির ব্যাপারটা নিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনা।

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার সবচেয়ে বেশি এই দুটি শব্দের অস্পষ্টতায় আমাদের দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ে মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান মিডিয়াগুলোসহ বিশ্বমিডিয়া হিজড়াদেরকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। এমনকি তাদের নিউজের শিরোনাম দেওয়া হয়- 'বাংলাদেশে প্রথম ট্রান্সজেন্ডার মুসলিম মাদ্রাসা' ইত্যাদি। আমাদের সমাজে তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের সম্পর্কে সিংহভাগ মানুষেরই ধারণা আছে। ট্রান্সজেন্ডারদের আন্দোলন বা নিউজ পত্রিকার প্রতিবেদন দেখলে বা শুনলে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন- এটা হয়তো হিজড়াদের কোনো এক অধিকার নিয়ে আন্দোলন...। যা সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারণা। এসকল মিডিয়ার ভুল প্রচারণা ও এসব সম্পর্কে জানার অভাবে অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। যে জায়গায়, ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া দুটো একেবারেই আলাদা দুটি জিনিস। আমরা ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়ার মধ্যে পার্থক্য করতে না পেরে, ভেবে বসি হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার একই। আদতে

Transgender Discrimination Survey: implications for transgender health research"। LGBT Health।

[২৫] "Free & Equal Campaign Fact Sheet: Intersex" (PDF)। United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights।

ট্রান্সজেন্ডার এবং থার্ডজেন্ডার (জন্মগত ত্রুটির কারণে যাদের আমরা হিজড়া বলি) এর মধ্যে বেশ বড় ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত, 'মানুষ হয় পুরুষ অথবা নারী। যাদের দেহে শুক্রাণু উৎপাদন হয় তারা পুরুষ এবং যাদের দেহে ডিম্বাণু উৎপাদন হয় তারা নারী। এটি শুধু বাহ্যিক যন্ত্রপাতির বিষয় নয়! এটি পুরো প্রজননব্যবস্থার বিষয়।'[২৬]

প্রথমে ট্রান্সজেন্ডারদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা যাক।

ধরুন, একটি গ্রামে 'ক' নামে একটি ছেলে এবং 'খ' নামে একটি মেয়ে শিশুর জন্ম হলো। তারা বড় হওয়ার পর দেখা গেল, 'ক' নামের ছেলেটি মেয়েদের মতো আচরণ করছে। মেয়েদের মতো পোশাক পরতে পছন্দ করছে এবং তার মন-মানসিকতা, কথাবার্তা, চিন্তাধারা মেয়েদের মতো। নিজেকে মেয়ে বলে পরিচয় দিতে চায়। এক্ষেত্রে এই ছেলেটা যদি অপারেশনের মাধ্যমে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে বাহ্যিকভাবে নারীতে কনভার্ট হয়ে যায়, তখন তাকে ট্রান্সজেন্ডার নারী বলা হয়। অন্যদিকে 'খ' নামের মেয়েটিও যদি বড় হওয়ার পর নিজেকে ছেলে ভাবতে শুধু করে এবং তার মন-মানসিকতা চিন্তাধারা আচরণ সবকিছুই ছেলেদের মতো। তখন সেই মেয়ে যদি একইভাবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে বাহ্যিক ভাবে নিজেকে একজন পুরুষে পরিবর্তন করে ফেলে তখন সে হবে ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ।

একজন ট্রান্সজেন্ডার নারীকে বাহ্যিক ভাবে নারীদের মতো লাগলেও, শারীরিকভাবে সে পুরুষ এবং পুরুষের মতো করে, প্রজননেও সক্ষম। একইভাবে একজন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষকে দেখতে পুরুষের মতো হলেও শারীরিকভাবে সে নারী এবং তার অন্য কোনো ধরনের সমস্যা না থাকলে সেও গর্ভধারণ সক্ষম।

এখন, হিজড়াদের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেওয়া যাক।

'মানবজাতির মধ্যে এমন কিছু অল্প সংখ্যক মানুষ আছেন, যাদের জন্মগত প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশে ত্রুটি থাকে। বাহ্যিকভাবে তাদের দেহে জন্মগতভাবে পুরুষ ও নারী উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায় তা অনেক ক্ষেত্রে। এই ধরনের মানুষকে চিনতে বা আইডেন্টিফাই করতে যে শব্দ ব্যবহৃত

---

[২৬] Why sex is Binary - https://www.youtube.com/watch?v=XN২-YEgMg

হয়, তা হলো ইন্টারসেক্স (Intersex) বা আন্তঃলিঙ্গ। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া বলতে মূলত বুঝেন জন্মগত লিঙ্গের ত্রুটি যুক্ত মানুষদের'।[২৭]

'সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী জনসংখ্যার মাত্র ০.১৮% মানুষ ইন্টারসেক্স বা হিজড়া হয়ে জন্ম হয়। ৯৯.৯৮২% মানুষ স্বাভাবিক শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।'[২৮]

যে বিষয়টি আমাদের সকলের বুঝা প্রয়োজন, তা হলে- ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষরা তৃতীয় কোনো লিঙ্গ নয় বা দুটোর মাঝামাঝি কিছুও নয়, তারাও নারী অথবা পুরুষ ; তবে তাদের যৌন অঙ্গ, গঠন বা জিনগত কিছু ত্রুটি থাকে। যে কারণে এ ধরনের সমস্যাকে 'ডিসঅর্ডার অব সেক্স ডেভেলপমেন্ট (ডিএসডি)-ও বলা হয়।'[২৯]

হিজড়ারা দেখতে কিছুটা মেয়েদের মতো হলেও শারীরিকভাবে তারা ছেলেদের মতো শক্ত ও পেশীবহুল দেহের অধিকারী হয়, দক্ষিন এশিয়ায় এরা হিজড়া নামে পরিচিত। এদেরকে থার্ড জেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গ বলা হয়। হিজড়া এটি একটি জন্মগত ত্রুটি বা ডিসঅর্ডার, যার কারণে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ যাদের আমরা হিজড়া বলি তারা সেক্সুয়াল ভাবে অক্ষম হয় এবং তারা কোনো সন্তানের বাবা বা মা কিছুই হতে পারেন না। কিন্তু একজন ট্রান্সজেন্ডার লিঙ্গ পরিবর্তন করার পর অন্য কোনো জটিলতা না থাকলে প্রেগনেন্ট হতে পারে ও সন্তান নিতে সক্ষম। এমন অনেক রেকর্ড রয়েছে, যারা মেয়ে ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে লিঙ্গ পরিবর্তন করেও গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে।[৩০] তাহলে আমরা জানলাম হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার এক নয়, তাদের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। তৃতীয় লিঙ্গ হলো জন্মগত

[২৭] অবক্ষয়কাল - আসিফ আদনান।

[২৮] sex, Leonard. "How common is Intersex? A response to Anne Fausto-Sterling." Journal of sex research ৩৯, no.৩ (২০২০): ১৭৪-১৭৮.

[২৯] বিস্তারিত, Is Intersex a Third Sex?, https://www.theparadoxinstiture.com/watch/is-intersex-a-third-sex?rq=intersex

[৩০] Examples, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https:/ /jamuna.tv/news/328031&ved=2ahUKEwi1gqrE2L6DAxX77zgGHX3BBMgQFnoECCgQA Q&usg=AOvVaw3NfLR0Ekcut5F8JEsR9bBQ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.dainikbangla.com.bd/international/12648/1675946420&ved=2ahUKEwi1gqrE2L6DAxX77zgGHX3BBMgQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw0yHrTy81StT62vq6cDUKPW Etc.

ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তি, অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার হলো লিঙ্গ পরিবর্তন করা কোনো পুরুষ বা মহিলা।

কেন তারা নিজেদের শরীরকে ট্রান্সফর্ম করে?

একজন সাধারণ মানুষ নিজের স্বাভাবিক লিঙ্গকে ট্রান্সফর্ম করে, ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামীতে পরিণত হওয়ার পিছনের কারণগুলোর মধ্যে দুটি মত বড় পরিসরে দায়ী-

প্রথমটা হলো : সে মানসিকভাবে অসুস্থ।

দ্বিতীয়ত হলো : যৌনবিকৃতি চিন্তা।

মানসিক অসুস্থতা : 'কিছু মানুষ এক ধরনের মানসিক রোগে ভোগে, যার ফলে তাদের মনে হয় তারা ভুল দেহে আটকা পড়ে আছে। এ ধরনের মানুষ একটা সময় গিয়ে, সাধারণত টিনএইজ বা বয়ঃসন্ধির সময় নিজের শরীর ও আচরণ নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করে। তারা মনে করতে শুরু করে যে, শরীর যদি বিপরীত লিঙ্গের মতো হতো, তাহলে এ অস্বস্তি থেকে তারা মুক্তি পেত।

এ রোগকে আগে জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার (Gender identity disorder) বলা হতো। বর্তমানে এটাকে বলা হচ্ছে জেন্ডার ডিসফোরিয়া (Gender Dysphoria)। যাদের মধ্যে এ ধরনের সমস্যা দেখা যায়, সাধারণ তাদের ডিপ্রেশন ও অন্যান্য আরও অনেক মানসিক সমস্যা থাকে। এছাড়া এ ধরনের মানুষের মধ্যে অনেকে শৈশবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, যা নিজ শরীর ও যৌনতা নিয়ে তাদের চিন্তার নানা জটিলতা নিয়ে আসে'।[৩১]

ছেলে ট্রান্সফরমার ভাবে তার ব্রেইন বা মস্তিষ্ক মেয়ে কিন্তু তাদের শরীরটা ছেলেদের। আবার মেয়ে ট্রান্সফরমারও ভাবে তার মস্তিষ্ক ছেলে কিন্তু সে ভুল শরীর তথা মেয়ের শরীরে সে আটকে আছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ বলে- 'কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী মনে করে, তাহলে সে নারী। যদিও সে সন্তান প্রজননে সক্ষম।' এছাড়া নিজেকে পুরুষ পরিচয় দেওয়া

[৩১] অবক্ষয়কাল - আসিফ আদনান

নারী যদি সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে সেটা ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভ্রান্ত ধারণার প্রমাণ না। বরং ট্রান্সজেন্ডারবাদের চোখে এটাই প্রমাণ করে যে, 'পুরুষও সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম!' এটা তারা হয়তো তাদের ঘরের মধ্যে করা নিজস্ব কোনো গবেষণা থেকে বলে , যদিও কোনো অথেন্টিক সোর্স বা রেফারেন্স দিয়ে কথা বলে না।

বাংলায় রূপান্তরকামিতা বা ইংরেজিতে "Transgenderism" এই মতবাদ অনুযায়ী 'কোনো পুরুষের যদি "মনে হয়" সে নারী অথবা কোনো নারীর যদি মনে হয় সে পুরুষ, তাহলে এই "মনে হওয়া"র ভিত্তিতে সেই পুরুষ কিংবা নারীকে হরমোন ট্রিটমেন্ট আর বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে দেহের অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করে নিজের শরীরকে বদলে ফেলার 'অধিকার' দিতে হবে। তার এই 'মনে হওয়া'র জন্য সাইকোলজিস্ট ট্রিটমেন্ট বা মানসিক চিকিৎসা করা যাবে না, বরং কাটাকাটির মাধ্যমে বদলে দিতে হবে তাদের শরীরকে।

ট্রান্সজেন্ডারকে মানসিক রোগ আখ্যায়িত করে মুফতি হিফজুর রহমান বলেন,

"ট্রান্সজেন্ডার একটি সামাজিক রোগ। এ রোগ বৃদ্ধির প্রবণতা সমাজের জন্য চরম ক্ষতিকর ও বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। আমাদের সমাজব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেয়ার একটা পশ্চিমা চক্রান্ত এটি। আমাদের দেশের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিককেই দায়িত্ব এ চক্রান্তকে সামাজিকভাবেই প্রতিরোধ করা।"[৩২]

এছাড়া, মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান কাসেমী বলেন: 'ইচ্ছে মতো লিঙ্গ পরিবর্তন একেবারেই নতুন একটা ট্রেন্ড। কারো হঠাৎ মনে হলো সে ছেলে নয়, বরং সে মেয়ে! তো মেয়ে হয়ে গেল। আবার কদিন পরেই মনে করলো সে ছেলে, তো ছেলে হয়ে গেল। এটা একটা চরম মানসিক বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। পাশ্চাত্যের অস্বাভাবিক জীবন যাত্রার অশুভ পরিণতি বলা চলে।'

তিনি আরো বলেন-'পরিবারব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবার কারণে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা এই মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। নাক কেটে কানের স্থানে প্রতিস্থাপন করা যেমন প্রকৃতির খেলাফ, তেমনি লিঙ্গ পরিবর্তনের ধারণাটি একই রকম প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়।'

[৩২] জামিয়া রাহমানিয়া আজিজিয়ার প্রধান মুফতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা মুফতি হিফজুর রহমান। তিনি আরো বলেন, 'ট্রান্সজেন্ডার বিলকুল হারাম। আল্লাহ বলেছেন- 'লা তাবদিলা লিখালকিল্লাহ'। আল্লাহ যাকে যেভাবে বানিয়েছেন, তাতে পরিবর্তন সাধন করা শরিয়তে বিলকুল হারাম। এজন্য নারীদের বেশ কেউ ধারণ করবে না, ভাবভঙ্গি নিবে না।। এবং নারীরাও পুরুষের বেশধারণ করবে না ও পুরুষের ভাবভঙ্গি নিবে না।'

বাংলাদেশে যেন এই ব্যাধি ঢুকতে না পারে সে আহ্বান জানিয়ে গবেষক এই আলেম আরো বলেন- 'ইসলাম বা সাধারণ বোধ বুদ্ধি কোনো দিক থেকেই এটা সমর্থনযোগ্য নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতার ধোঁয়া তুলে পশ্চিমারা এটাকে বৈধ করতে চাচ্ছে। আত্মহত্যার স্বাধীনতাও চায় অনেকে, মানুষকে আল্লাহর বন্দেগি থেকে মুক্ত করে ফ্রিডম দেওয়া হলে এক পর্যায়ে আত্মহত্যার স্বাধীনতা চেয়ে বসে। তাই হয়েছে। আমাদের দেশে যেন এই ব্যাধি ঢুকতে না পারে, সবাইকে সোচ্চার থাকতে হবে।'[৩৩]

এই ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে মুফতি সাইফুল ইসলাম ট্রান্সজেন্ডারকে পশ্চিমা ভোগবাদি শ্রেণির একটি তথাকথিত মানবতা ও ধর্মবিরোধী পদক্ষেপ' হিসাবে আখ্যায়িত করে সমাজের জন্য তার ক্ষতি ও চরম বিশৃঙ্খলার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরেন:

১. ট্রান্সজেন্ডারের মাধ্যমে মিথ্যা ও প্রতারণার পথ খুলে যাবে। এতে করে সুবিধাবাদী কিছু লোক সময়মতো নিজেকে নারী দাবি করবে আবার তারাই সময়মতো নিজেকে পুরুষও দাবি করে বসবে।

২. শরিয়া আইন, এমনকি প্রচলিত আইন কার্যকর করা কঠিন হবে।

৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি ও মুছলাহ (অর্থাৎ সৃষ্টি পরিবর্তন) পরিবর্তনের অন্যায় পথ খুলে যাবে।

৪. সমকামিতার মতো চরম মানবতাবিরোধী অপরাধের পথ সুগম করে দিবে এবং এর ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

৫. নারী ও পুরুষের একে অপরের সাথে সাদৃশ্য থাকা আইনত বৈধ হবে। যা সম্পূর্ণ ধর্ম ও বিজ্ঞান বিরোধী চিন্তাধারা।

৬. অশ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রচারণা বেড়ে উঠবে।

৭. উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

[৩৩[সাউথ কোরিয়ার আনসান মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার'র ইমাম ও খতিব আলেম মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান কাসেমী।

৮. এছাড়া ধর্ম ও রাষ্ট্র-সমাজে নারী পুরুষের জন্য বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হাজার বিষয়াদি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

এ সময় তিনি রাষ্ট্র-সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সমূহ আশংকা তৈরী হবার কথা ব্যক্ত করে তার প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে বলেন-'মুসলিম বিশ্ব ও অন্যান্য ধর্মের রাষ্ট্রসমূহের মতো বাংলাদেশের সরকার ও নাগরিক সমাজের জন্য পশ্চিমা বিশ্বের এই নিকৃষ্ট মানবতা ও ধর্মবিরোধী পদক্ষেপকে দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। অন্যথায়, আমাদের সমাজে অসংখ্য অপরাধের আইনী ভিত্তি সৃষ্টি করে রাষ্ট্র-সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সমূহ আশংকা তৈরী হবে।'[৩৪]

যৌন বিকৃতি : নিজেদের নারী দাবি করা পুরুষদের একটি বড় অংশ এই কাজটা করে যৌন আনন্দের জন্য। এই পুরুষরা নিজেকে নারী হিসেবে চিন্তা করে, নারীর পোশাক পরে, নিজেদের নারী হিসেবে উপস্থাপন করে যৌন আনন্দ লাভ করে। এটা একধরনের যৌন বিকৃতি, যার একটি জবড়জঙ্গ নাম আছে, "অটোগাইনোফিলিয়া (Autogynephillia)। শাব্দিকভাবে এর অর্থ নিজেকে নারী কামনা করা"।[৩৫]

অটোগাইনেফিলিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। কেউ হয়তো খোলামেলা পোশাকের নারী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চায়, কেউ হয়তো নারীসুলভ দেহকাঠামো চায়, কেউ হয়তো নারীসুলভ আচরণ করতে চায়, আবার কেউ হয়তো যৌনকর্ম করতে চায় নারী হিসেবে।

---

[৩৪]https://www.ourislam24.com/Report/article/46170/%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A7%80

[৩৫] James Shupe, " I was America's First 'Nonbinary' person. It was All a Sham," Daily Signal (March 10, 2019), https://www.dailysignal.com/2019/03/10/i-was-americas-first-non-binary-person-it-was-all-a-sham/. Ray Blanchard, "Gender Identity Disorders in Adult Men," in clinical Management of Gender Identity Disorders in children and Adults, ed. Ray Blanchard and B.V. Steiner (Washington, D.c.: American Psychiatric Publishing, 1990): 49-75.

অটোগাইনেফিলিয়া থাকা পুরুষদের সবাই সমকামী হয় না, এদের একটা অংশ নারীদের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। এ ধরনের অটোগাইনেফাইল হলো এমন পুরুষ, যে নারীদেহ ভালোবাসে এবং সে তার ভালোবাসার বস্তুতে পরিণত হতে চায়। এ বিকৃতি অনেকটা নারীত্ব নিয়ে এক ধরনের ফ্যান্টাসির মতো। এ বিকৃতিতে ভোগা পুরুষেরা নারীত্বের একটি ক্যারিক্যাচার তৈরি করে। নিজেদের নারী দাবি করা পুরুষদের বড় একটি অংশের মধ্যে অটোগাইনেফিলিয়া নামের এই বিকৃতি আছে।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিটিস

ট্রান্সজেন্ডারবাদের বক্তব্য এতটাই বিচিত্র ও এতটাই বিদঘুটে যে, প্রথম শোনার পর কেউই বিশ্বাস করতে পারে না.... আদৌও আমাদের এই রক্ষনশীল সমাজে এই মতবাদে মানুষ আছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের বাংলাদেশেও প্রতিটি সেক্টরে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিনিয়ত এবং এক-পা এক-পা করে; ধীরেধীরে প্রতিটি সেক্টরে প্রবেশ করছে। তার কিছু উদাহরণ এই অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, তাহলে আপনাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

শিশির বিন্দু:

'দৈনিক প্রথম আলো-র' একটি নিউজে প্রকাশিত হয়েছে- ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে প্রথম ট্রান্সজেন্ডারের নাম শিশির বিন্দু। নেতৃত্বে আসায় শিশির বিন্দুকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ও কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশের (সিপিবি) সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

শিশির বিন্দুর বাড়ি রাজবাড়ীর সদর উপজেলায় সোনাকান্দর এলাকায়। দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় শিশির। বর্তমানে (২০২৩) তিনি সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতকোত্তর শেষ পর্বের শিক্ষার্থী।

শিশির বিন্দুর নেতৃত্বে আসা নিয়ে ফেসবুকে অভিনন্দন জানিয়ে সিপিপির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাস লেখেন: "বাংলাদেশের ছাত্র-রাজনীতিতে নতুন

অধ্যায়ের সূচনা হলো ছাত্র ইউনিয়নের হাত ধরে। দেশের রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম যুক্ত হলো কোনো ট্রান্সজেন্ডার ছাত্রনেতা! বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন রাজবাড়ী জেলার সহসভাপতি হয়েছেন ট্রান্সজেন্ডার শিশির বিন্দু...।"

ছাত্র ইউনিয়ন রাজবাড়ী জেলা সংসদের সভাপতি কাওসার আহমেদ বলেন- যেকোনো অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শিশির সবসময় আছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সমাজের ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার ও দাবি আদায় নিয়ে কাজ করবেন।

বিষয়টিকে ইতিবাচক উল্লেখ করে, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অভিজিৎ সোম বলেন- "আমাদের পাশের দেশ ভারতে ট্রান্সজেন্ডার আইনজীবী, কলেজ অধ্যক্ষসহ নানা পেশায় রয়েছেন। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে একজন ট্রান্সজেন্ডার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। শিশির বিন্দু ছাত্ররাজনীতিতে এসেছেন, এটা খুবই ইতিবাচক দিক।"

শিশির বিন্দু প্রথম অলোকে বলেন, 'দুই বছর আগে রাজবাড়ীতে ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হই। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন সময় ছাত্রদের অধিকারে নানা কর্মসূচি পালন করতে দেখে তাঁদের কর্মসূচিতে আসতাম। আমিও ছাত্রদের নিয়ে কাজ করতে চাই। তাই নিজের আগ্রহ থেকে পরে সংগঠনের সদস্য হই। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে তার পর থেকে কাজ করে যাই। আমি রাজবাড়ী থেকেই রাজনীতি করতে চাই।'[৩৬]

অংকিতা ইসলাম:

ঢাবিতে এমবিএ করছেন ট্রান্সজেন্ডার অংকিতা ইসলাম। ঢাবিতে তার ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রে নাম লেখা 'জাহিদুল ইসলাম'। তবে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন 'অংকিতা ইসলাম' নামে। তার দাবী সে একজন ট্রান্সজেন্ডার নারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ব্যবস্থাপনা বিভাগে এক্সিকিউটিভ এমবিএ করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য অংকিতাকে ফরম পূরণ করতে হয়েছিল। অংকিতা জানান- ফরমে জেন্ডারের জায়গায় 'নারী' 'পুরুষ' ও 'অন্যান্য' বিকল্প ছিল। তিনি 'অন্যান্য' বিকল্পটি বেছে নেন।

[৩৬] https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/wajh৭p৯qzl

অংকিতার বাড়ি টাঙ্গাইলে। একসময় সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। তবে এখন ধীরে তার ধীরে পরিবার তাঁকে মেনে নিচ্ছে।

২০২১ সালে ঢাকায় আসেন অংকিতা। গত বছর (২০২২) তিনি অংকিতা পরিচয়ে বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছেন। কিছুদিন আগে তাঁর মা ও ভাই ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।[৩৭]

জিবরান:

জিবরান বলেন, 'আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। স্কুলড্রেসের ওড়না পরতে বা মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালো লাগত না। জিবরান আরো জানান, তাঁর মধ্যে পুরুষালি ভাব আগে থেকেই ছিল। বাবা তার উপর যেকোনো বিষয়ে ভরসা করতেন বলে সাহসটাও আরো বেড়ে গিয়েছিল। ভালো ক্রিকেট খেলতেন বলে বড় ভাই তাঁর দলে খেলতে নিতেন। পরে মহিলা প্রিমিয়ার ফার্স্ট ডিভিশনে জাতীয় লিগে খেলেছেন। ২০১২ সালে চট্টগ্রামে ডিস্ট্রিক্ট টুর্নামেন্টে ক্যাপ্টেন হিসেবে খেলেছেন। রেলওয়ের ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হিসেবেও সুনাম অর্জন করেন। একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেত না।'

গতকাল সোমবার প্রথম আলো কার্যালয়ে এসে জিবরান বলেন, ২০২১ সালে তিনি ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলেন। পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করেছেন। এতে খরচ হয়েছে প্রায় সাত লাখ টাকা। চাকরির কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্টসহ বিভিন্ন নথিতে জিবরান এখনো শারমিন আক্তার ঝিনুক নামেই আছেন।

অস্ত্রোপচারের আগে জিবরান বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর ক্যারেজে ফিটার গ্রেড-২ পদে কর্মরত ছিলেন। ট্রেনের নম্বর লিখে কোনো ভাঙাচোরা কিছু আছে কিনা, তার তালিকা দেওয়াসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয় এ পদে। জিবরান বলেন- "এ পদের যে কাজ, তাতে আমি নারী না পুরুষ, তাতে কিছু এসে যায়

[৩৭] https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/5jmt4kt41y

না। আমি যখন মেয়ে ছিলাম, তখনো বাইক চালাতাম। কঠিন কাজ করতে পারতাম। চট্টগ্রামে থাকার সময় রেলের চাকরিতে ক্রেনও চালিয়েছি।"

জিবরানের বাড়ি চট্টগ্রামে। তিনি স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। পরে আর পড়েননি। পারিবারিকভাবে তাঁরা স্বচ্ছল। পৈতৃক বাড়ি ও ব্যাবসা আছে। তাঁর বাবা মারা গেছেন ২০১৪ সালে। বাবা দুই বিয়ে করেছিলেন। দুই মায়ের ঘরে তাঁরা ১২ ভাই–বোন। আগে ৯ বোন ছিলেন, এখন তিনি পুরুষ হওয়ার পর ৮ বোন। জিবরানের বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে ২০১২ সালে ট্রেড অ্যাপ্রেনটিস মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি পেয়েছিলো বলে জানা যায়।[৩৮]

এম্যেলিয়া:

এম্যেলিয়া (Amelia) হলেন একজন বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার নারী। তার ট্রান্সফরম হওয়ার আগের জন্ম নাম ছিল 'আদেশ'। ঢাকার মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা আদেশ, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য চলে যান কানাডায়। আর ২০০৪ সালে ২৩ বছরে পরিণত হন একজন Transgender নারী মডেলে।

আদেশ তথা এম্যেলিয়া ঢাকায় পরিবারের সাথে থাকা নিয়ে বলেন- "ছোটো বেলা থেকেই তিনি তার মার কাপড় এবং প্রসাধনী ব্যবহার করতেন, যখন তার মা বাড়ির বাইরে থাকত। সে তার মায়ের পোশাক পরতে খুবই ভালবাসত, যদিও সে জানত যে এগুলো কখনই তার পরিবার মেনে নিবে না কেননা তার পরিবার ধার্মিক মুসলিম পরিবার।"

আদেশ যখন প্রথমবার লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য অপারেশন করানোর খবর তার পরিবারকে জানান তার পরিবার সাথে সাথেই তার সাথে যোগাযোগ করা বন্ধ করে দেন। যদিও পরবর্তীতে তার পরিবারের সাথে তার যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়।

এ নিয়ে আদেশ বলেন, "তার প্রথমবার স্তন্য প্রতিস্থাপনের অপারেশনের পরে তার পরিবার যখন তাকে দেখলেন তখন তাদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া ছিল

[৩৮] https://www.prothomalo.com/bangladesh/g1oz3nhb5b

অত্যন্ত কঠিন একটা বিষয়। কিন্তু পরবর্তীতে তার পরিবার ধীরে ধীরে মেনে নেয়, কেননা তার পরিবার তাকে অনেক ভালোবাসে।"

২০০৯ সালে আদেশ যখন কানাডায় চলে যান পড়ালেখার জন্য, তখন সে বুঝতে পারে যে এখানে সে তার মনস্কামনা পূরন করতে পারবে। আদেশ আরো বলেন- "আসলে এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের সময় ছিল যখন আমি উপলব্ধি করতে পারি যে এখানে আমি সেই মানুষইটি হতে পারব যে মানুষটি আমি সবসময় হতে চেয়েছিলাম।"[৩৯]

মনীষা মীম নিপুণ:

বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডারেরা এখন বিশ্বের বিভিন্ন বিউটি কম্পিটিশনেও অংশগ্রহণ করছে। "মনীষা মীম নিপুণ" নামে এক বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার ২০২২ সালে 'লিঙ্গসমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি' ক্যাটাগরিতে 'ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড পায়।

মনীষা বলেন- 'বড় পরিসরে আমাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে ১০ জন মূল সদস্যসহ আরও ৭০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা সম্প্রতি জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) একটি প্রকল্পে কাজের সুযোগ পেয়েছি, যা আমাদের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করবে বলে আশা করি।'[৪০]

হো চি মিন:

হো চি মিনের বাবা নজরুল ইসলাম, তার সন্তানের নাম রেখেছিলেন হো চি মিন। বাবার রাখা নামটা পরিবর্তন করেনি হো চি মিন, তবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্তন প্রতিস্থাপন (ইমপ্ল্যান্ট) ও কৃত্রিমভাবে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র তৈরি (ভ্যাজাইনোপ্লাস্টি) করেছে বলে দাবি করে হো চি মিন। এখন সে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরিত নারী।

[৩৯]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/thetruth/29955914&ved=2ahUKEwjW0tzK4L6DAxXQ3jgGHaHkA4sQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3NVboJki2JU2OQOkRRBtDj

[৪০]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.prothomalo.com/amp/story/lifestyle/6amy4y14w3&ved=2ahUKEwiWsYHjtLeDAxUCwjgGHfznBoQQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw3o1Plsb2WrjgOGA3hTqRub

হো চি মিন ইসলাম বলে- "আমার শরীরটা পুরুষের ছিল, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি নিজেকে নারী ভাবতাম। অবশেষে অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই। এখন আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন নারী।"

হো চি মিনের জন্ম বগুড়ায়। বাবা মারা গেছেন ২০১৩ সালে। মা ও এক বোন আছেন। একসময় তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ থাকলেও এখন স্বাভাবিক। হো চি মিনকে তাঁরা মেনে নিয়েছেন। হো চি মিন জানান- অস্ত্রোপচারের সময় তাকে মানসিকভাবে সাহস জুগিয়েছে তার পরিবার।[৪১] গত ২৪ নভেম্বর আই সোশ্যাল আয়োজিত উইমেন্স ক্যারিয়ার কার্নিভ্যাল অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন হো চি মিন। অনুষ্ঠানস্থল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাংশের আন্দোলনের মুখে পরে হো চি মিনের সেশনটি বাতিল হয়ে যায়। জানা যায়, এর দুদিনের মধ্যেই গণভবনে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় শরীরগত নারী, পুরুষদের মতো তৃতীয় লিঙ্গভুক্তদেরও সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তৃতীয় লিঙ্গদের সমানাধিকার ইসলামবিরোধী নয় বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন:

'আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা বলে মানলে, তৃতীয় লিঙ্গদেরও তিনিই সৃষ্টি করেছেন বলে মানতে হয়। ইসলাম তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ফেলে দিতে বলেনি। বাংলাদেশের সংবিধানেও সবার সমানাধিকার।'

ইসলামে সবার সমানাধিকার বুঝিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন- কেউ মেয়েদের মতো থাকতে চাইলে তিনি ইসলামে সম্পত্তি নিয়ে মেয়েদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তাই পাবেন। কেউ ছেলেদের মতো থাকলে চাইলে ছেলেদের যা পাওয়ার তা-ই পাবেন।

হো চি মিন বলেন- 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু বিষয় এবং সেই সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি আমাদের দেশে আছে সে বিষয়ে কথা হয়েছে।'

৪১ https://www.prothomalo.com/bangladesh/jretv8gk5i

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- 'সম্পত্তি বণ্টনে এই মানুষগুলোকে সংবিধানের অধিকার দিয়েছেন। একইসঙ্গে তাদের এই অধিকারে কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি মানুষদের অধিকার, তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য সব রকমের যে ভূমিকা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পালন করার দরকার প্রধানমন্ত্রী সেগুলো করার বিষয়ে একমত হয়েছেন বলে হো চি মিন জানান।'[৪২]

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারের আইনি বৈধতা

আমাদের দেশে ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষার জন্য আইনের দাবি উঠে এসেছে অনেক আগ থেকেই। ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার জন্য হচ্ছে আইন। মানবাধিকার কমিশন ও সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ট্রান্সজেন্ডার ও তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষায় আলাদা আইন প্রণয়নে খসড়া তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয় গত বছর। ৫৩টি ধারা সংবলিত এই আইনের খসড়া তৈরি করেছে সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর। সার্বিক সহযোগিতায় আছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তাদের জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, সম্পত্তিতে অধিকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার, এমনকি মৃত্যুর পর সংকারের বিষয় সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ থাকবে আইনে।

২০২২ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় আইন হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-

বৈষম্য ও লাঞ্ছনার শিকার ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষা ও অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আইন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন' নামের আইনটি পাস হলে বৈষম্য থেকে অনেকটাই মুক্তি মিলবে ট্রান্সজেন্ডারদের। এমন তথ্য জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপপরিচালক রবিউল ইসলাম।

উপ-পরিচালক রবিউল ইসলাম বলেন- 'ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতের জন্য ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য এই জনগোষ্ঠী ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে

[৪২] https://www.somoynews.tv/news/2023-08-10/uK8wH13H

আগামী মাসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে সবার মতামত নিয়ে একটি আইন তৈরি করে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর এটি সংসদে উপস্থাপন হবে। তারপর বাস্তবায়ন করা হবে।'

তিনি বলেন, 'আইনটি বাস্তবায়িত হলে এই কমিউনিটির মানুষগুলো আর সেবা নিতে বৈষম্যের শিকার হবে না। বিদেশ যেতে পাসপোর্ট নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে জটিলতার নিরসন হবে। আইন দ্বারা তাদের অধিকার নিশ্চিত হবে।'[৪৩]

'প্রথমত এ আইনে তাদের পরিচয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে। আইনটি করার সময় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনায় এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়—হিজড়া একটি সংস্কৃতি। তারা দলবদ্ধভাবে একটি সংস্কৃতি অনুসরণ করে মানুষের কাছে চেয়েচিন্তে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু অনেক লিঙ্গবৈচিত্র্যময় মানুষ শিক্ষিত হয়ে স্বাভাবিক পেশা গ্রহণ করতে আগ্রহী। তাই সবাইকে 'হিজড়া' নয়, 'রূপান্তরিত' নির্দিষ্ট করা হয় বলে জানান সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা পরিচালক ড. মো. মোক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ২০১৩ সালে সরকার ট্রান্সজেন্ডারদের নাগরিক হিসেবে স্বিকৃতি দিলেও তাদের সব ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রাকৃতিক কারণে তাদের জন্ম আর দশজন মানুষের মতো নয় বলে, তারা স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারে না। খসড়ায় উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তিতে অধিকার, স্কুলে ভর্তি, মৃত্যুর পর যার যার ধর্ম অনুয়ায়ী সংকারের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে বলে জানান হোসেন।

ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে সচেতন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, বহুদিন ধরে একটি আইনের জন্য অপেক্ষা করছে তারা। আইন হলেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। নারী-পুরুষের বাইরে ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী অধিকারের বিষয় একটি আইনি ভিত্তি পাবে। এই সংসদে আইন পাশের সুযোগ না থাকলেও আগামী সংসদে তা পাশ হবে এবং আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সব কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে বলে তিনি উল্লখ করেন।'[৪৪]

[৪৩] ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন, নিউজবাংলা২৪, মার্চ ১০, ২০২২https://www.newsbangla/The-law-is-to-protect-transgender-people

[৪৪]https://www.ittefaq.com.bd/amp/666291

'এখান থেকে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার ধাপগুলো স্পষ্টভাবে জানা যায়।

প্রথম ধাপে, 'ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা'র জন্য আইনের খসড়া তৈরি হবে।

দ্বিতীয় ধাপে, খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তৃতীয় ধাপে, আইন মন্ত্রণালয় আইন চূড়ান্ত করবে।

চতুর্থ ধাপে, আইন সংসদে উত্থাপন করা হবে এবং সেখানে তা পাশ হয়ে যাবে।'[৪৫]

এই চার ধাপের মধ্যে আমরা এখন ঠিক ধাপে আছি?

দ্বিতীয় ধাপ শেষ, আমরা এখন আছি তৃতীয় ধাপে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে' শিরোনামের এক খবরে বলা হচ্ছে-

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন'-এর খসড়ার কমিউনিটি কনসালটেশন কর্মশালায় এ কথা বলেন তিনি। এ কর্মশালা হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল, শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এডিবির প্রিন্সিপাল সামাজিক

[৪৫] অবক্ষয়কাল - আসিফ আদনান

উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফানসেসকো টোরনেইরি এবং এডিবির জেন্ডার অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট নাশিবা সেলিম।'[৪৬]

'ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার সুরক্ষা আইনের খসড়া নিয়ে ওয়ার্কশপ, ইউটিউব, Global Television'[৪৭]

'অর্থাৎ, ২০২২ সালে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৩ নাগাদ খসড়া তৈরি হয়ে গেছে। ধারণা করা যায়, ২০২৪ বা বড়জোর ২০২৫-এর মধ্যে এই আইন সংসদে পাশ হয়ে যাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আছে। সে সময়ে বাংলাদেশে যে সরকারই থাকুক, সরাসরি আমেরিকার বিরোধিতা করে এ আইনের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নেবে, এ সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বিশেষ করে আগের ধাপগুলোর কাজ যখন এত দ্রুত এগিয়ে গেছে।'[৪৮]

---

[৪৬] ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে, সাম্প্রতিক দেশকাল, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৩ http//:shampratikdeshal.com/bangladesh/news/২৩০৯১২৩৮৬২/ট্রান্সজেন্ডার-ব্যক্তির-অধিকার-সুরক্ষায়-আইন-দ্রুত-পাশ-হবে

[৪৭] https://www.youtube.com/watch?v=VP৩৬ZrSGs৭০

[৪৮] অবক্ষয়কাল - আসিফ আদনান

ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে আন্তর্জাতিক কিছু আরবি ফতোয়ার লিংক

* ইসলামওয়েব:

حكم الزواج من امرأة متحولة جنسيا

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/251383/ - حكم - الزواج من امرأة متحولة جنسيا

* ইসলামকিউ/শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ:

متى يجوز إجراء عملية تحويل الجنس من ذكر لأنثى والعكس؟

https://islamqa.info/ar/answers/138451/

عملية تحويل -الجنس -من -ذكر -لانثي والعكس

قام بعملية تغيير الجنس من رجل إلى امرأة فهل له الخلوة بالنساء

https://shamela.ws/book/26332/497

* ফিলিস্তিনের ফতোয়া কাউন্সিল:

إذا حول الرجل جنسه إلى أنثى ثم تاب بعد ذلك فهل هو ملزم بالاحكام الخاصة بالنساء كالحجاب مثلا وكذلك الميراث وهل يحل له الزواج برجل .. بمعنى هل يجب عليه ما يجب على النساء ويحل له ما يحل للنساء ؟

https://fatwa.najah.edu/ar/question/ref-154977/

* জর্ডানের রাষ্ট্রীয় ফতোয়া বোর্ডের অবস্থান:

علاج اضطراب الهوية الجنسية

https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=545

* আমেরিকান ফকিহদের ফতোয়া, বিস্তারিত এবং তথ্যবহুল:

مرض اضطراب الهوية الجنسية، وعمليات تحويل الجنس

https://www.amjaonline.org/fatwa/ar/22813/ - مرض - الجنس -تحويل -وعمليات -الجنسية -اضطراب الهوية

* আল-আযহারের ফতোয়ার ব্যাপারে আলোচনা:

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟

https://www.youm7.com/story/2019/3/15/- كيف يتعامل لجنة الفتوى -رئيس -الجنس -تغيير -حالات -مع -الأزهر 4172725

التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

https://www.youm7.com/story/2020/7/23/-فتوى - جديدة
واستحلاله -كبيرة من الكبائر -التحول الجنسي -لياسر برهامي
/4894969

* ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ, জেন্ডার আইডেন্টিটি নিয়ে ড. ইয়াদ আল কুনাইবির বিস্তারিত ও তথ্যবহুল লেকচার সিরিজ (আরবি):

الحرب على الفطرة

https://www.youtube.com/watch?v=S8AUfOji-Ol&list=PL 561cDjrf3YKsQo2NDeQBKLYrKXCCgFcL

* ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে আরব পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন মাজাল্লাহ:

ما هي المرأة؟ ..."فيلم وثائقي يهز العالم

https://www.majalla.com/node/293006/ - ثقافة- ومجتمع
العالم -يهز -وثائقي -فيلم -المرأة؟ -ما هي /

আল-জাজিরা:

التحول الجنسي ..ضرورة بيولوجية أم مسخ للإنسان؟

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/ التحول
-الجنسي -ضرورة -بيولوجية -أم /مسخ
2018/9/27/ssociology[৪৯]

[৪৯] উক্ত লিংকগুলো আসিফ আদনান ভাইয়ের রচিত, ইলমহাউস পাবলিকেশনের প্রকাশিতব্য বই "অবক্ষয়কাল" এর উন্মুক্ত অংশের পিডিএফ থেকে সংগৃহীত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমকামিতা কি জন্মগত মানসিক রোগ নাকি চরিত্রের দোষ?

এ ব্যাপারে একটি প্রাথমিক গবেষণা করা হয় যাতে বলা হয় জন্মগতভাবে ব্যক্তির জিন বা হরমোনের বৈষম্যই (নেতিবাচক অর্থে 'ত্রুটি') সমকামিতার পেছনে দায়ী। যারা একে রোগ বলতে নারাজ তাদের প্রধান যুক্তি হলো, প্রাকৃতিক ও জন্মগতভাবে কোনো ব্যক্তি এই বৈষম্যের শিকার।

এ গবেষণা যুক্তি থেকে অনেক সমকামী বলে এটা তাদের জন্মগত ত্রুটি এতে তাদের দোষ কোথায়? কিন্তু তারা জানে না এটা একটি সাধারণ গবেষণা বা ধারণা। সত্য ঘটনা নয়। এরপর জানা গেল এই ধারণাটা সম্পূর্ণই ভুল। এবং যিনি এই ধারণার প্রবক্তা ছিলেন তিনি নিজে একজন সমকামী। তার মানে সমকামিতা জন্মগত মানসিক রোগ নয়।[৫০]

বিজ্ঞানীদের একটি অফিসিয়াল গবেষণা থেকে জানা গেছে, যে সমস্ত লোকের দাম্পত্য সম্পর্কের বাহিরেও অনেক জীবন সঙ্গী রয়েছে তাদের তুলনায় যাদের মাত্র শুধু স্বামী বা স্ত্রী রয়েছে তারা নিজেদের যৌন সম্পর্ক অনেক ভালো উপভোগ করতে পারে। অন্যদের তুলনায় তারা বেশি সুখে থাকেন শারীরিক ও মানসিক উভয়দিকেই।

আজকাল যা ঘটছে, যখন কেউ তার জীবনসঙ্গী নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা কোনো কারণে মন উঠে যায়, তখনই সে পাশ্চাত্য দেশের মতো ৫/১০ কিংবা ২০ জনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে শুরু করে, অস্বাভাবিক কাজ করতে শুরু করে। আর যখন অস্বাভাবিক ও বিকৃত রুচির কাজ শুরু করে দেয় তখন আল্লাহর আইনের কথা স্মরণে রাখে না, দ্বীন বা ধর্মে কথা মাথায় আসে না। সে ভুল পথে তার কামনা চরিতার্থ করতে তৎপর থাকে।

যখন সে ভুল পথে চলতে থাকে তখন সে যেতে থাকে বাহিরের দিকে অস্বাভাবিকতায় এবং এভাবেই একজন ব্যক্তি সমকামী হয়ে যায়।

[৫০] ইসলামিক স্কলার ডক্টর জাকির নায়েক এর ওপেন স্টেইজ প্রশ্ন উত্তর পর্বের একটি লেকচার থেকে নেওয়া।

এটা জন্মগত নয়। কারণ সে সীমার বাহিরে চলে যায়, যে সীমা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছেন তা সে লংঘন করে। কারণ, সে অস্বাভাবিক জিনিসের চেষ্টা করে, এবং আস্তে আস্তে এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, কখনোই আর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মোহ জাগে না, মিলন উপভোগ করে না।

তারা সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহর নিয়ম ভঙ্গ করে এবং অস্বাভাবিক কাজ করে। আর এভাবেই আসক্ত হয় সমকামিতায়। ইসলাম সমকামিতাকে হারাম সাব্যস্ত করে, এমনকি খৃস্টধর্মেও সমকামিতাকে নিষেধ করে। বেশিরভাগ ধর্মই সমকামিতার বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও বলা হচ্ছে গণতন্ত্রের কারণে বেশিরভাগ লোক যা বলে তা জয়ী হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জয় হয়। ইসলামে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী হয় না, হক এর জয় হয়। সত্যের জয় হয়।

বর্তমান পাশ্চাত্যে যদি আমরা সমকামিতার বিরুদ্ধে কথা বলি সেটা অপরাধ হয়ে যাবে। সুতরাং বোঝা গেল যে, অতীতে সকল দেশে সমকামিতা ছিল অপরাধ, কিন্তু পরবর্তীতে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে কানাডার মতো আইন অনুমোদন করা হয়। আজকাল বেশিরভাগ পশ্চিমা দেশে সমকামিতা হচ্ছে বৈধ। আর ইসলামে এবং বিশ্বের প্রধান প্রধান বেশিরভাগ ধর্মেই সমকামিতা হচ্ছে একটা পাপ। ধর্মীয় বিশ্বাস মতে তা মানুষকে জান্নাতে নয় জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

ছেলে-ছেলে যৌনাচার নিয়ে একজন সাধারণ সমকামীর বক্তব্য

"মেয়েদের সাথে সেক্সচুয়াল ইন্টিমেট হতে চাইলে হয়ত অনেক দিন প্রেম করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে খুব সহজেই সেক্স করার জন্য ছেলে বন্ধু পাওয়া যায়, তাদেরকে শুধু বাসা খালি বললেই বাসায় চলে আসে। ছেলেদের পায়ুপথ টাইট হয়, যার কারণে মিলনে বেশি উপভোগ হয়। ছেলের সাথে ছেলের সেক্স করার অনেক উপকারিতা আছে তার মধ্যে একটি হলো বাচ্চা হবে না। আর সেক্স পার্টনার হিসাবে সহজেই কাউকে না কাউকে পাওয়া যায়। সুন্দর একটা ছেলে বন্ধু বানিয়ে, আগে বন্ধুত্ব তৈরি করে দেখা সাক্ষাৎ করে একে অপরের সাথে চেনা পরিচয় হয়ে, স্বপ্নটা পার্সোনালি নিয়ে নিজের গোপনীয় বিষয় নিজের কাছে রেখে সুখী জীবন কাটাও।"[৫১] (আস্তাগফিরুল্লাহ)

[৫১] ফেসবুকে একজন সমকামিতার সাথে কথা বলে জানতে পারি।

বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ বলেছেন রোগের স্বাভাবিক সংজ্ঞা অনুসারে, যা কোনো মানুষকে শারীরিক বা মানসিকভাবে কষ্ট দেয় তাই যদি রোগ হয়, তবে সমকামিতা কোনো রোগ নয়। কারণ, এতে কোনো ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিক কষ্ট পায় না। এটি কোনো ধরনের জেনেটিক বিকৃতি নয়, জেনেটিক রোগও নয়। ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড মনোরোগ সংস্থা সমকামিতাকে অসুস্থতার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়।

এর কয়েক মাস পরে মার্কিন মনোচিকিৎসক সমিতি মানসিক অসুস্থতা হিসেবে সমকামিতার সংজ্ঞাকে বাতিল করে।[৫২] মার্কিন মনোচিকিৎসক সমিতির প্রতিনিধি কাউন্সিল ১৯৭৫ সালে[৫৩] এবং এরপর অন্যান্য স্বাস্থ্য ও মনস্তত্ব বিষয়ক বৃহত্তর সংস্থাগুলো উক্ত নতুন সংজ্ঞা অনুসরণ শুরু করে, যার মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ১৯৯০ সালে মানসিক বিকৃতির তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাতিল করে দেয়।[৫৪] বর্তমান বিশেষজ্ঞদের মতে, সমপ্রেম বা সমকামিতা কোনো মানসিক ব্যাধি নয়। এটি একটি গঠিত অভ্যাস ও আসক্তি। সমকামিতা তাদের মানসিক রোগ নয় এটি তাদের চরিত্রের দোষ।

বিশ্বে সমকামিতার বৈধতা ও অবৈধতা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমকামীদের অধিকার আদায়ে কাজ করছে LGBT Community এলজিবিটি কমিউনিটি। তাদের তৈরি তালিকায় দেখা যায় জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মধ্যে ৬৯টি দেশে সমকামিতা নিষিদ্ধ।[৫৫] অধিকাংশ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অথবা ইউএনএইচআরসির সভায় LGBT অধিকার বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে।

"২০১৬ সালের মে মাসে, ৫১টি মুসলিম দেশের একটি দল ১১টি সমকামী ও রূপান্তরকামী (Transgender) সংস্থা ২০১৬ সালের এইডস প্রতিরোধের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে।[৫৬]

[৫২] This American Life
[৫৩] Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis written By Bayer, Ronald.
[৫৪] Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis। Princeton: Princeton University Press।
[৫৫] https://www.swadeshnews২৪.com/archives/১৫৯৩০৮
[৫৬] https://www.reuters.com/article/idUSKCN০Y৮২৭E/

তবে, আলবেনিয়া, গিনি-বিসাউ ও সিয়েরা লিয়ন LGBT অধিকারের সমর্থনে জাতিসংঘের একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করে।[৫৭] আলবেনিয়া, কসোভো ও উত্তর সাইপ্রাসে এলজিবিটি বৈষম্যবিরোধী আইন প্রনয়ন করা হয়েছে।[৫৮]

এছাড়াও বেশ কিছু মুসলিম (নামধারী) সংগঠন রয়েছে যেগুলো LGBT মুসলিমদের যৌন অভিমুখিতা পুনর্গঠনে অথবা তাদের জন্য LGBT অধিকার সমর্থনে কাজ করে। বিগত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের ৬৯টি দেশে সমকামিতা নিষিদ্ধ। এ তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশও। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার দেয়া হলেও নৈতিক অবক্ষয়ভিত্তিক বিধিনিষেধ রয়েছে।"[৫৯]

আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে ৩৭৭ ধারা মোতাবেক প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোনো পুরুষ, নারী বা পশুর সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করে, তবে তাকে আজীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে, এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অঙ্কের আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে।

মূলত "ব্রিটিশ শাসনামলে সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ কলোনিগুলোতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এই সমকামিতা। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৬১ সালের জারি করা আইনটিতেই সমকামিতা নিষিদ্ধ করা হয়। সম্প্রতি ভারতে সমকামিতা নিষিদ্ধ করা ঐতিহাসিক আইনটি সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে বাতিল করা হয়েছে।"[৬০] ফলে ভারতেও এখন সমকামিতা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।

এশিয়ার যেসব দেশে সমকামিতা নিষিদ্ধ

আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ব্রুনেই দারুসসালাম, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লেবানন, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া, তুর্কেমিনস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেন।

[৫৭] https://geneva.usmission.gov/2011/03/22/lgbtrights/

[৫৮]https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/enlargement_review_albania_2016.pdf

[৫৯] https://www.kalerkantho.com/online/miscellaneous/2018/09/12/679385

[৬০] Kusum Ingots v. Union of India, (২০০৪) ৬ SCC ২৫৪: "An order passed on a writ petition questioning the constitutionality of a Parliamentary Act, whether interim or final, keeping in view the provisions contained in Clause (২) of Article ২২৬ of the Constitution of India, will have effect throughout the territory of India subject of course to the applicability of the Act." Pdf link : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=৮৯৯৭৮৪৪৯&url=https://main.sci.gov.in/jonew/judis/২৬১৩৮.pdf%৩Fref%৩Dstatic.internetfreedom.in&ved=২ahUKEwi৩idm-gZeDAxWY৯zgGHU৭১Bo৪QFnoECA০QAQ&usg=AOvVaw২০৩IrhmBvhJH২cdHUKKTNs

এছাড়া আফ্রিকার আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, বটসোয়ানা, জিম্বাবুয়ে, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, নাইজেরিয়া, মরক্কো ও লিবিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে সমকামিতা নিষিদ্ধ।

দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে সমকামিতা নিষিদ্ধ। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে বার্বাডোজ, ডমিনিকা, গ্রেনাডা, গায়ানা ও জ্যামাইকা।

অধিকাংশ মুসলিম দেশে সমকামিতা নিষিদ্ধ হলেও বেশ কয়েকটি মুসলিমপ্রধান দেশে সমকামিতা বৈধ। সমকামিতা বৈধ এমন কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশের তালিকায় রয়েছে: তুরস্ক, মালি, জর্ডান, বাহরাইন, আলবেনিয়া, আজারবাইজান, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, বুর্কিনা ফাসো, জিবুতি, গিনি-বিসাউ, ইরাক, কাজাখস্তান, কসোভো, কিরগিজস্তান, নাইজার, তাজিকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ার সিংহভাগ, এবং উত্তর সাইপ্রাসে বৈধ।

১৮৫৮ সালে অটোমান সাম্রাজ্য সমকামিতাকে বৈধতা দেয়।[৬১] এরপর তুরস্ক স্বাধীন হলে সেই আইন বলবৎ রাখে।[৬২] জর্ডানে ১৯৫১ সালে আইন করে সমকামিতাকে বৈধতা দেয়া হয়।[৬৩] বাহরাইনে ১৯৭৬ সালে সমকামিতাকে আইনগত বৈধতা দেয়া হয়। তবে দেশটিতে এখনও প্রকাশ্যে ছেলেরা মেয়েদের, কিংবা মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরতে পারে না।

সাম্প্রতিক সময়ে, ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে সমকামীদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ বিরাজ করছে সামাজিক ও আইনগতভাবে, যা ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীল আচরণ এবং ইসলামপন্থী আন্দোলনসমূহের উত্থানের কারণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আফগানিস্তান, ব্রুনাই, ইরান, মৌরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, সোমালিয়ার কিছু অংশ, সুদান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেনে সমকামী কর্মকাণ্ডের ফলে মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

[৬১] "The Tanzimat: Secular Reforms in the Ottoman Empire"

[৬২] "The Ottoman empire's secular history undermines sharia claims" https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://amp.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/oct/07/ottoman-empire-secular-history-sharia&ved=2ahUKEwjakNfYhpeDAxX43jgGHVjFBesQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1LWKy0nMxRaZjcufxkwUtv

[৬৩] "State-Sponsored Homophobia: A World Survey of Laws Prohibiting Same-Sex Activity Between Consenting Adults"

এছাড়া অন্যান্য দেশ যেমন: আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, কাতার, সোমালিয়া ও সিরিয়াতে এটি অবৈধ, এবং এর জন্য শাস্তি দেওয়া হতে পারে। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে সমকামী সম্পর্ক অবৈধ।[৬৪]

এলজিবিটি মুভমেন্ট

মানবজাতি বসে থাকলেও শয়তান কিন্তু বসে নেই, সে তার শয়তানি মিশন নিয়ে ব্যস্ত আছে।

শয়তানের প্ররোচনায়, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে প্রায়ই এই সমকামিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আপনি ইতিহাস গেটে থাকলে দেখবেন সেই মিশরের সময়কালে, সেই ম্যাসোপটিয়াম সময়কালে, গ্রিক সভ্যতার সময়কালেও শয়তানের প্ররোচনায় এই অশ্লীলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

প্রাচীন যুগে হোরোডোটাস, প্লেটো, জেনোফোন, অ্যাথেনেউস, ও অন্যান্য লেখকদের রচনা থেকে প্রাচীন গ্রিসে সমকামিতা প্রসঙ্গে নানা তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিসে বহুল প্রচলিত ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমকামী যৌন সম্পর্কটি ছিল পেডেরাস্টি বা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও সদ্যকিশোর বা পূর্ণকিশোর বালকদের মধ্যেকার যৌনসম্পর্ক (প্রাচীন গ্রিসের বিবাহপ্রথাও ছিল বয়সভিত্তিক; তিরিশ বছর পার করা পুরুষেরা সদ্যকিশোরীদের বিয়ে করত)।

পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেও যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হত। অনন্তপক্ষে এই জাতীয় সম্পর্কের একজনকে সামাজিক অনুষ্ঠানে যৌনসম্পর্কে গ্রহীতার ভূমিকা নেওয়ার জন্য উপহাস করা হত। নারী-সমকামিতার বিষয়টি প্রাচীন গ্রিসে ঠিক কী চোখে দেখা হতো, তা স্পষ্ট নয়। তবে নারী সমকামিতা যে স্যাফোর যুগ থেকে গ্রিসে প্রচলিত ছিল, তাও জানা যায়।[৬৫]

এটা যুগে যুগে বাড়তে বাড়তে এখন এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছে যে, এত শক্তিশালী পর্যায়ে এ সমকামিতার বিষয়টি এর আগে কখনো আর যায়নি। বিশেষ করে আশি নব্বইয়ের দশকের এসে সমকামিতা একটা আন্দোলনের এর রূপ

---

[৬৪] https://www.swadeshnews২৪.com/archives/১৫৯৩০৮

[৬৫] উইকিপিডিয়া, Oxford Classical Dictionary entry on homosexuality, pp.৭২০–৭২৩; entry by David M. Halperin.

নেয়। তারা যার নাম দিয়েছে LGBT তথা "LGBT Movement"। আপনি ফেসবুকে বা ইউটিউবে শুনে থাকবেন, বিভিন্ন লেখনীতে বিভিন্ন ডিবেট অধিবেশনে প্রায়ই এই LGBT এর কথা শুনে থাকবেন। এটি এখন আর কোনো স্বাভাবিক রূপ বা নরমাল পজিশনে নেই, এটি এখন একটি Movement এর রূপ নিয়েছে।[৬৬]

"LGBT" হচ্ছে এই আন্দোলন এর নামের একটি শর্ট ফর্ম। L দিয়ে বুঝানো হচ্ছে "lesbian", G দিয়ে "Gay", B দিয়ে হচ্ছে "Bisexual" আর T দিয়ে "Transgender" যৌনতার এই চারটি ধরনের প্রথম অক্ষর মিলিয়ে ওরা এই আন্দোলনের নাম দিয়েছে LGBT।[৬৭]

প্রথমেই ক্লিয়ার করে নেই Lgbt এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা এবং এদের বৈশিষ্ট্য :

- Lesbian মানে হচ্ছে এমন নারী, যে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত।
- Gay মানে হচ্ছে এমন পুরুষ যে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত।
- Bisexual এমন নারী বা পুরুষ যে নারী পুরুষ উভয়ের প্রতি সমানভাবে আসক্ত।
- Transgender এর কথা আপনারা শুনে থাকবেন, যারা পুরুষ থেকে নারী হয় বা নারী থেকে পুরুষ হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দেহের অর্গানকে চেঞ্জ করে। অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করে।

বিভিন্ন দেশের যৌনকর্মীদের কার্যকমকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে ফলে অনেক ছেলেও মেয়ে হওয়ার চেষ্টা করে, তারা তাদের বক্ষে (বুকে) এমন ধরনের ইনজেকশন পুশ করে যাতে তা মেয়েদের মতো দেখায়। এবং তারা তাদের হরমোনকে চেঞ্জ করে ফেলে, এরা নিজেদের গোপনাঙ্গকে সার্জারী করে বা কেটে, ছেলে মেয়ে সাজে এবং মেয়ে ছেলে সাজে। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

আর এরাই LGBT এর সদস্য। তবে আমরা যে হিজড়া বলি এটা ভিন্ন ব্যাপার এটা ন্যাচারাল এটা হতেই পারে, হিজড়াদের সাথে এই movement এর কোনো সংযোগ নেই।

---

[৬৬] Acronyms, initialisms & abbreviations dictionary, Volume ১, Part ১ Gale Research Co., ১৯৮৫, ISBN ৯৭৮-০-৮১০৩-০৬৮৩-৭. Factsheet five, Issues ৩২-৩৬, Mike Gunderloy, ১৯৮৯

[৬৭] প্রাগুক্ত

আপনারা এই সমকামীদের সহজে চিহ্নিত করতে পারার সুবিধার্থে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি, এই সমকামীরা তাদের এই আন্দোলনে "Six colours rainbow flag" তথা রংধনুর ছয় রঙ্গের একটি পতাকা ব্যবহার করে। আপনিও হয়তো বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকবেন। তারা এই ছয় রঙ্গের পতাকা তাদের আইকন হিসাবে ব্যবহার করে।

একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, যারা LGBT রাইটস নিয়ে কথা বলে, গে রাইটস নিয়ে কথা বলে, তারা তাদের এই আন্দোলনের, আলোচনায় বা তাদের প্রোগ্রামে, তাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এই রংধনুর সিম্বলটা ব্যবহার করে থাকে। তাদেরকে চিনার জন্য তাদের Movement এর কেন্দ্রীয় আইকন হিসাবে এই ছয় রঙ্গের রংধনুর ব্যবহার করে থাকে। এবং হয়তো আপনিও বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন।

LGBT Movement এর মাধ্যমে সমকামীরা কি চায়? এই আন্দোলনে তাদের দাবি কি? এখন আমরা জানবো-

সমকামীদের প্রধান এজেন্ডা হলো সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ এবং এর বৈধতা রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায় করা।[৬৮]

ধরুন, 'মর্গান' নামের একজন পুরুষ সে নিজেকে নারী বলে দাবি করা শুরু করল, অপরদিকে 'থমাস' নাম আরেকজন পুরুষ সে নিজেকে পুরুষ ভাবে, কিন্তু সে কোনো নারীকে বিয়ে করতে চায় না। সে 'মর্গান' নামের ওই পুরুষকে বিয়ে করতে চায় এবং এর রাষ্ট্রীয় বৈধতা ও চায়....।

এখন যদি, উপরে বর্ণিত 'মর্গান'কে রাষ্ট্রীয় আইন নারী বলে মেনে নেয় এবং থমাসকে মর্গানের সাথে বিয়ের অনুমোদন ও দিয়ে দেয়। তাহলে এখন তারা বিয়ে করে যৌনচাহিদা মেটাতে গিয়ে কী করবে? যদি তারা তাদের যৌনচাহিদা মেটাতে একে-অপরকে বেছে নেয়, তাহলে সেটা হবে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা। কেননা 'মর্গান' যদিও নিজেকে নারী দাবি করেছে, কিন্তু আসলে তো সে একজন পুরুষ। এবং 'থমাস' বিপরীতলিঙ্গে আসক্তি অনুভব না করায় সে যে সমলিঙ্গ 'মর্গানকে' বেছে নিয়েছে সেও তো পুরুষ। কাজেই এটা সমলিঙ্গের মধ্যে

[৬৮] Bisexuality and Transgenderism: InterSEXions of The Others. Editors : Alexander, Karen Yescavage

যৌনতা। এবং তারা এই সমলিঙ্গের সমপ্রেমকে রাষ্ট্রীয় ভাবে অনুমোদন করাতে চায়। এর জন্য তাদের এত আয়োজন।

যখনই আমরা শুনি কোনো ছেলে-ছেলে বিয়ে করবে বা মেয়ে মেয়ে বিয়ে করতে চায়, শুরুতেই ব্যাপারটা শুনে আমাদের কাছে খুবই ঘৃণা লাগে এবং এটি আমরা খারাপ হিসাবে জানি, যেহেতু আল-কোরআন আমাদের এই সমকামিতাকে খারাপ বলে জানিয়েছে। কিন্তু সমকামীরা এটিকে স্বাভাবিকভাবে দেখে, তারা বলে এটা ন্যাচরাল।

এই LGBT এর সদস্যরা এটিকে প্রমোট করতে চায়। পৃথিবীর অনেক জায়গায় আপনি গে কমিউনিটি দেখবেন, লেসবিয়ান কমিউনিটি দেখবেন, বর্তমানে আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারত এবং আমাদের দেশে সমকামীরা মাথাচারা দিয়ে উঠছে। প্রায়ই এ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে এবং অনেকেই এগুলো বাহিরের দেশ থেকে ইমপোর্ট করার চেষ্টা করছে আমাদের এই রক্ষনশীল সমাজগুলোতে। বিভিন্ন এনজিও এই সমকামীদের সহায়তা করে থাকে, বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী তাদের জন্য প্রচুর ফান্ডিং করে থাকে, অনেক আইনি সংস্থা তাদেরকে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। সমকামিতা এখন আর স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই, তারা একে আন্দোলনের রূপ দিয়েছে। তাদের কথা হচ্ছে এটা স্বাভাবিক একটা বিষয়, এটা তাদের অধিকার।

সমকামীদের মুখরোচক কিছু কথা

গে কমিউনিটি: এটা প্রাকৃতিক। আমরা আমাদের মনের ভিতর থেকে ডিফরেন্ট জেন্ডারের প্রতি কোনো আসক্তি অনুভব করি না। আমি পুরুষ, আমার পুরুষের প্রতিই আকর্ষণ। নারীদের প্রতি আমার কোনো ধরনেরই আকর্ষণ নেই। আমি একটি পুরুষকে বিয়ে করতে চাই এটা আমার যৌন অধিকার, এতে তোমাদের সমস্যা কি? কেন আমাকে নারীর সাথে বিয়ে করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে?

আবার লেসবিয়ান কমিউনিটি বলে: যদিও আমরা নারী কিন্তু পুরুষের প্রতি আমাদের কোনো আকর্ষণ নেই। তাহলে কেন পুরুষদের বিয়ে করে আমাদের জীবনটা নষ্ট করতে হবে। আমাদের যৌন অধিকার আমাদের ফিরিয়ে দাও"। আমাদের সমলিঙ্গ বিবাহ করার সুযোগ দাও।

অর্থাৎ পুরুষে-পুরুষে বিয়ে নারীতে-নারীতে বিয়েকে তারা লিগেলাইস করতে চাচ্ছে। এটাই হচ্ছে তাদের আন্দলনের মূল লক্ষ এবং উদ্দেশ্য। তারা প্রতিটি দেশে গে ও লেসবিয়ান বিবাহের আইনি এখতিয়ার চায়, আর এটাই সমকামীদের LGBT Movement এর দাবি।

আপনি জেনে আশ্চর্য হবেন যে, ২০২০ সালের একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২৯টি দেশে তারা এই গে রাইটস আন্দোলন করে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এজেন্ডার মাধ্যমে এই গে মেরিজ আইনটি ২৯টি দেশেই লিগালাইসড করে ফেলে। এবং এর বেশিরভাগই হচ্ছে ইউরোপীয়ান দেশগুলোতে। দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এছাড়া বাকি দেশগুলো ইউরোপীয়ান দেশের অন্তর্ভুক্ত।[৬৯]

আমাদের দেশের আলেমরা বা ইসলামিক ধারার বুদ্ধিজীবীরা সকলেই বাংলাদেশে সমকামিতা মাথাচাড়া দেওয়ার ব্যাপারে ওয়েস্টার্ন এজেন্ডা এনজিওগুলোর ষড়যন্ত্র বলে সাধারণ কিছু এস্টেটমেন্ট লিখেছেন।

হ্যাঁ ওদের এজেন্ডা হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমলিঙ্গ বিবাহের স্বীকৃতি আদায় করা। পাবলিক কমিউনিটি বানানো, গে ম্যারেজ বা পাবলিকলি লিভ টুগেদারকে নরমালাইজ করার আইনি উদ্যোগ নেওয়া। আর যদি তারা এতে সফল হয়ে যায় এবং সমকামিতাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে, তাহলে এটা ইসলামের সাথে খুব শক্তভাবেই সাংঘর্ষিক হবে।

কেননা, ইসলামে সমকামিতা হারাম তা আমরা ভালোভাবেই জানি। সমকামিতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতকে ধ্বংস করেছেন এ ব্যাপারে কমবেশ জানি। কিন্তু যদি এই ফেতনা বর্তমান যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে আমাদের বোনদের মেসে এই নারীরূপী পুরুষেরা প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যাবে। এবং একসময় আমাদেরই কারো না কারোর বোনদের বসবাসরত মেসে বা হোস্টেলে রুমমেট হিসেবে বসবাস করবে এই পেনিসওয়ালা সমকামী!

ভাবতে পারেন? যে জায়গায় কোনো নারী মাহরাম ছাড়া বাহিরে বের হওয়া নিষেধ এবং পুরুষের সামনে কোনো অবস্থাতেই যাওয়া বৈধ নয়। কথা বলা ছাড়া উপায় না থাকলে বা বিশেষ জরুরি ভিত্তিতে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার

[৬৯] মিজানুর রহমান আজহারী সাহেবের একটি লেকচার থেকে নেওয়া।

হুকুম আছে। সেখানে একই ছাদের নিচে, একই রুমে নন-মাহরাম সমকামী (নারীর বেশধারী) পুরুষের সাথে বেগানা মুসলিম নারীর বসবাস ইসলাম কখনোই সমর্থন করবে না। তাদের সামনে কি আমাদের বোনদের পর্দা করতে হবে না?

অবশ্যই পর্দা করতে হবে! ওই সমকামী পুরুষ তার অর্গান্স ট্রান্সপ্লান্ট করার আগে বা পুরুষ থাকার সময় যেভাবে তার সামনে পর্দা করতে হতো এখনও ঠিক একইভাবে পর্দা করতে হবে। এদের থেকে আগের চেয়ে বেশি দূরে থাকা চেষ্টা করতে হবে, এবং এদের সামনে আগের তুলনায় আরো বেশি পর্দাও মেন্টেইন করতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমাদেরই আওয়াজ তুলতে হবে

প্রিয় পাঠক, আমার কথাগুলো অন্তর থেকে বুঝার চেষ্টা করুন। আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা সমকামিতাকে লজ্জার বিষয় ভেবে, বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন না। হয়তো বা আপনার আমার নামাজি ভাই, নামাজি বন্ধুও এই আসক্তিতে জড়িত।

ইতোমধ্যে আমরা এদের সংখ্যা সম্পর্কে ও বিস্তারিত জেনেছি, কীভাবে এরা আমাদের মাঝে একজন নামাজিরূপে, ভাই, বন্ধু, শিক্ষক, মেধাবী ছাত্ররূপে এলাকার মোড়ে মোড়ে ছড়িয়ে আছে। অনেকে চাইলেও এ থেকে ফিরে আসতে পারছে না। আবার অনেকে ফিরতে চায় কিন্তু এ থেকে ফেরার উপায় ও সময়োপযোগী কাউন্সিলিং না পাওয়ার কারণে মুক্ত হতে পারছে না এই রংধনুর মায়াজাল থেকে।

লজ্জায় একথা কাউকে বলতেও পারছে না, নিতে পারছে না কারো সাহায্য। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেকে আবার এটাও মনে করে যে, এর থেকে কখনোই বের হওয়া সম্ভব নয়। এটাই তার জীবনের সীমাবদ্ধতা, এটাই তার নিয়তি। তারা আল্লাহ তা'আলার এই জগত, কিয়ামত, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম সম্পর্কে জানে কিছুটা, কিন্তু তাদের কলব তা উপলব্ধি করতে পারে না। আর অনুভব করতে পারে না আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত, ক্ষমা ও দয়া।

আমাদেরই আওয়াজ তুলতে হবে, তাদের দাওয়াত দিতে হবে। কাউকে পুলিশি ভয় দেখিয়ে কারো বাসায় কারো যাওয়া বন্ধ করা যাবে না। দরকার প্রচুর আলোচনা। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে বুঝানো। আল্লাহর গজব সম্পর্কে অবগত করা। এই নিকৃষ্ট কাজের শাস্তি কীভাবে আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়েছিলেন কওমে লূতকে-তাদের সঙ্গে সে ব্যাপারে আলোচনা করা।

আমার দাঈ ভাইদেরকে বলব, কথা বলুন। আল্লাহর ওয়াস্তে কথা বলুন। এটা কি ভয়াবহ রূপধারণ করেছে তা হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। আপনারা

একযোগে কথা বলুন, মসজিদে মসজিদে কথা বলুন, ফেসবুকে লিখুন, এই ইস্যুটি নিয়ে সর্বস্থানে সরব হোন।

হয়তো আপনি ভাবছেন যে, এ নিয়ে কথা বললে যারা এ বিষয়ে জানত না তারা জানবে এবং এতে সমকামীদের সংখ্যা আরো বাড়বে, বলা উচিৎ হবে না।

জনাব, ওদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে; সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই যুব সমাজ কি আমরা চাইছিলাম, যারা নারীকে বিয়ে না করে, পুরুষকে বিয়ে করার জন্য আন্দোলন করবে। পুরুষের সাথে কুরুচিপূর্ণভাবে নিজেদের যৌন খায়েস মিটাবে।

আপনি কি ভাবেন এই অন্ধকার জগতের যুবসমাজ 'ইমাম মাহদির' সাথে বায়াত গ্রহণ করবে। যুদ্ধের ময়দানে এরা কাফিরদের জন্য আতঙ্কের কারণ হবে। না কখনোই না, আল্লাহ না করুক একসময় এরা ঠিক এর উল্টোটা করবে। তারা দাজ্জালের ধোঁকায় সহজেই পড়বে। কারণ তারা নিজেদের ইমান সেদিনই হারিয়ে ফেলেছে যেদিন তারা এই প্রকৃতি নিয়মের খেলাফ আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছিল।

আমাদের প্রিয় নবিজি কি এটা বলেননি:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন অবস্থায় থাকে না।"[৭০]

এরা তো নিজের নফসের খায়েস মিটাতে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করে, আল্লাহ হুকুম না মেনে নফসের গোলামী করে। ইমান চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহর গোলামি বাদ দিয়ে নফসের গোলামি করা এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ বছরের পর বছর করতে থাকার ফলে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতের দৃষ্টি এদের থেকে উঠিয়ে নেন। আর এদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।

আর চুপ থাকবেন না, আল্লাহর ওয়াস্তে কথা বলুন। ওয়াজের মঞ্চে, তাবলিগের দারসে, দাঈদের মাঠে, দ্বীনি ভাইদের দ্বীনি আলোচনায়, বন্ধুদের আড্ডায় কথা বলতে হবে। আলেমরা যারা আছেন, সচেতন নাগরিক যারা আছেন, ফেসবুকে যারা লেখালেখি করেন, গুরুত্ব দিন।

[৭০] সহিহ বুখারি: ২৪৭৫, সহিহ মুসলিম: ৫৭

হে আমার ধর্মান্ধ ভাই, প্রথম আওয়াজ আমাদেরই তুলতে হবে। আমাদেরই "LGBT Antagonist community" গড়ে তুলতে হবে প্রতিটি জেলায়। এবং এর শুরুটা আপনাকেই করতে হবে। এর কারণ, সমকামিতা সম্পর্কে আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাতে এই উদ্যোগ আপনার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমার ইলম অনুযায়ী এ কাজে আমি আপনাদের সাহায্য করতে রাজি আছি। ইনশাআল্লাহ। আপনারা শুধু নিজ নিজ জায়গা থেকে এর প্রতিরোধের জন্য লেগে পড়ুন।

হে আমার দ্বীনি ভাই! আমি আপনার ইমেইলের অপেক্ষায় থাকব। আমরা কীভাবে আমাদের ভাইদের জাহান্নামে যেতে দেখতে পারি। কীভাবে এসব জেনেও নীরব ভূমিকায় থাকতে পারি। প্রতিটি জেলা থেকে এর প্রতিরোধের জন্য কমিউনিটি আছে এ বিষয় আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। দেশের প্রতিটি স্থান থেকে সমকামিতার বিরুদ্ধে কঠিন হুঙ্কার আসতে হবে।

তাই এখন থেকে দ্বীনের এই খেদমতে আপনার যা সমর্থ আছে তা দিয়েই প্রতিরোধের ব্যবস্থা করুন। ক্ষমতা থাকলে ক্ষমতা, টাকা থাকলে টাকা, সময় থাকলে সময়। সমকামিতার বিরুদ্ধে প্রথম আওয়াজ আপনিই তুলুন, আল্লাহ সহজ করে দিবেন। পরিশেষে এই পাপাচার বন্ধ হওয়া চাই।

কীভাবে বুঝবেন কোন ছেলে সমকামিতায় আসক্ত

এদের নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, কারোর গায়ে লেখা নেই যে সে সমকামী। যতক্ষণ না সে নিজে মুখে নিজের সমকামিতার কথা শিকার করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় এখনো আবিষ্কার হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে কিছু সাধারণ লক্ষন আছে যা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে কোনো মানুষ সমকামী কিনা।

সমকামী পুরুষ এবং নারীদের চেনার কিছু উপায় পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো। যেন তাদের মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব অথবা পরিবার-পরিজন তাদের সংশোধন করতে পারেন। তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারেন। তবে প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন, এগুলো শুধু লক্ষণ। এই লক্ষণ মিলিয়ে কোনো মানুষের লিঙ্গ পছন্দের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

এক.

সাধারণত দুজন ছেলে অথবা দুজন মেয়েকে চিনতে হলে আপনাকে তাদের খুব কাছ থেকে দেখতে হবে। দেখবেন তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে কিনা, একজন আরেকজনকে কেমন চোখে দেখে। আর একজন সমকামীকে যদি চিহ্নিত করতে চান। আর সেক্ষেত্রে আপনি যদি পুরুষ হন, তাহলে আপনি ছেলে সমকামীকে চিনতে পারবেন। কারণ আপনি ছেলেদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন। আর একইভাবে যদি আপনি নারী হন তাহলে আপনি মেয়ে সমকামীদের চিহ্নিত করতে পারবেন, কারণ একজন মেয়েই আরেকজন মেয়েকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়।

দুই.

পুরুষ সমকামীর বৈশিষ্ট্য হল এদের আচরণে দেখবেন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এলাকার ভাই বন্ধু প্রায় সবারই শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে হাত দেয়। কখনও পেটে, কাঁধে, কখনোবা স্পর্শকাতর অঙ্গে হাত রাখা এদের প্রধান স্বভাব। সাধারণত পুরুষ সমকামীদের শিকার হয় অবুঝ শিশু! আর ট্রান্সজেন্ডার সমকামী পুরুষরা, সাজগোজ করতে অনেকটা সময় নেয়। এবং সমকামী বা বাইসেক্সুয়াল বা রূপান্তরকামী সেলিব্রিটিরা এদের আদর্শ হয়। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময়ে অন্য ছেলেদের ওপর এদের নজর থাকে বেশি। মেয়েলি সমকামীরা যাদের আমরা 'বটম' নামে জেনেছি এরা পাবলিক টয়লেটে যেতে সাধারণত দ্বিধাবোধ করে।

কীভাবে বুঝবেন কোন মেয়ে সমকামিতায় আসক্ত

এক.

বিশেষজ্ঞদের মতে সমকামী নারীদের মেজাজ থাকে তিক্ত। চেহারা থাকবে কুঞ্চিত, চোখের নিচে থাকে কালো দাগ, চেহারা ফ্যাকাশে, চেহারার মাঝে খারাপ ছাপ ফুটে থাকবে। সবসময় অন্যমনস্ক থাকে এরা।

চেহারা সবসময় শুষ্ক শুষ্ক মনে হবে, চেহারার উজ্জ্বলতা নিস্তেজ এবং চোখদ্বয় কোটরাগত হবে, চোখের চারপাশে চিন্তা ও টেনশনের ছাপ প্রস্ফুটিত হবে।

কথার আওয়াজে কোনো ভারত্বভাব থাকবে না। ক্ষুধা হ্রাস পাবে। আবার যা খাবে, তাও সহজে হজম হবে না। পিঠ এবং রানেও ব্যথা অনুভব হবে।

দুই.

এছাড়া, কিছু সংখ্যক সমকামী মেয়েদের সাধারণভাবে বিশেষ ফ্যাশন সেন্স থাকে। পুরুষদের মতো পোশাক-আশাক পরা এদের স্বভাব। তবে এদের কখনো কখনো একেবারে নারীসুলভ উত্তেজক পোশাকেও দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, চলনে-বলনে টিপিকাল 'মেয়েলি' স্বভাব এদের মধ্যে একটু কমই থাকে। বসার সময়ে সাধারণত দুই হাঁটু ফাঁক করে বসে। হাঁটার ভঙ্গিও অনেকটা পুরুষদের মতোই হয়।

সমকামীদের বিশেষ কিছু "Sing Language"

ফেসবুকে বা পাবলিক প্লেসে সমকামীদের ব্যবহৃত কিছু গোপন ইশারা ভাষা, যা জানা থাকলে এদের চিনতে আরো কিছুটা সহজ হবে।

১. রোল: একজন সমকামী মিলনের সময় কোন ভুমিকা পালন করে একে 'রোল' বলে, যেমন কেউ পুরুষের ভুমিকা পালন করলে তার 'রোল টপ'।

২. প্লেস ফ্রি: যখন কোনো সমকামী অবসর থাকে, সেক্স করতে ইচ্ছা করে বা বাসা খালি থাকে, তখন সঙ্গী খোঁজার জন্য, এরা ফেসবুক 'প্লেস ফ্রি' লিখে পোস্ট করে।

৩. টপ: মিলনের সময় যারা পুরুষের ভুমিকা পালন করে তাদের এরা 'টপ' বলে।

৪. বোটম: মিলনের সময় যারা নারীদের ভুমিকা পালন করে তারা 'বটম বা বোটম'।

৫. ভার্সেটাইল: মিলনের সময় যারা নারী ও পুরুষ উভয়ের ভুমিকা পালন করে এদের 'ভার্সেটাইল' বলা হয়।

৬. কতি: 'কতি' তাদের বলা হয়, যারা দেখতে স্বাভাবিক ছেলেদের মতো কিন্তু কাজে মনে হয় মেয়েলি। এরা দেখতে ফর্সা হয়। এরা হিজড়াদের আইডল হিসেবে দেখে।

৭. ম্যানলি: 'ম্যানলি' স্মার্ট সমকামী ছেলেদের বলা হয়।

৮. LGBT (এলজিবিটি): ছেলে-ছেলে এবং মেয়ে-মেয়ে বিবাহের আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পুরো বিশ্বে lesbian, Gay, Bisexual, Transgender এর সদস্যরা মিলে যে আন্দোলন করে এই আন্দোলনের নামকে শর্ট ফর্মে LGBT বলা হয়। প্রায় সময় দেখবেন, যারা সমকামিতাকে সরাসরি প্রমোট করে, এর পক্ষে কথা বলে বা এদের গোপন এজেন্টরা তারা তাদের ফেসবুক পেজ/আইডি বা ওয়েবসাইট ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় বায়োতে লিখে রাখে LGBT, LGBTQ এবং LGBTQAI ইত্যাদি।

৯. LESBIAN: এখানে, যারা নারী হয়ে নারীর সাথে মিলন করে, তাদেরকে "লেসবিয়ান" বলা হয়।

১০. GAY: পুরুষ হয়ে যারা পুরুষের সাথে মিলন করে তারা "গে"।

১১. BISEXUAL: যারা পুরুষ এবং নারী উভয়লিঙ্গের সাথে মিলন করে তাদের, "বাইসেক্সুয়াল" বলে।

১২. TRANSGENDER: যারা নিজেদের শরীরের অর্গানস ট্রান্সফরম করে। পুরুষের ব্যস্টে কামিক্যাল পুস করে, পুরুষ থেকে নারী এবং নারী থেকে পুরুষ হয়, তাদের "ট্রান্সজেন্ডার" বলে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমকামিতা থেকে মুক্তির পথ

আমাদের চারপাশে অনেক তরুণ, কিশোর ও যুবক বয়সী মুসলিম ভাই ও বোন আছেন, যারা নিয়মিত নামাজ পড়েন রোজা ও রাখেন। ব্যক্তিগত জীবনেও দ্বীনদার। তারা সত্যি সত্যিই আল্লাহকে ভয় করেন। তবে তাদের সমস্যা হলো তারা চাইলেও এই সমকামিতার মায়াজাল থেকে বের হতে পারছে না। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে এবং এর থেকে মুক্তির সঠিক পন্থা বা পদ্ধতি না জানার কারণে তারা এ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। এ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন বাস্তববাদী সঠিক কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যার প্রয়োগ করে, এই দুর্যোগ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।[৭১]

প্রথমেই বলব এ ধরনের মহাপাপে জড়িত হওয়ার শাস্তি যে শুধু পরকালেই হবে তা নয়, বরং দুনিয়ার জীবনেও এ শাস্তির অংশ বিশেষ ভোগ করতে হয়। সার্বক্ষণিক আফসোস ও যন্ত্রণা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রাখা এটাই তো শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট। এর সাথে যদি মারাত্মক রোগ-ব্যাধির বিষয়টিও যুক্ত হয়। যেগুলোর ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একমত যে সমকামিদের এসব রোগ হয়ে থাকে, তাহলে তো আর কথাই নেই।

সমকামিতা থেকে ফিরে আসতে সাইকোলজি এবং কোরআন-হাদিস থেকে নেওয়া কিছু শরিয়ত ভিত্তিক পদ্ধতি যার উপর ইমান রেখে আমল করলে ইনশাআল্লাহ সমকামিতা থেকে মুক্তি পেতে সহজ হবে?

পদ্ধতিগুলো পয়েন্ট আকারে

১. নিজের ইচ্ছা শক্তি এবং কঠিন মনোবল এই পথে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা একজন সমকামীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। নিজের মনোবল দৃঢ় করতে হবে যে, সমাজ, মানবজাতি এবং রাষ্ট্রের জন্য যা ক্ষতিকর এমন কাজ আমি কখনোই করব না।

[৭১] এই অংশটুকুর জন্য ইসলাম কিউ এর ফতোয়ার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। লিংক: https://islamqa.info/ar/answers/20068

২. ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ। আমরা জানি কোনো ধর্মই সমকামিতাকে বৈধতা দেয়নি কারণ এটা স্বাস্থ্যগত দিক এবং সামাজিকতা নীতির পরিপন্থী, প্রকৃতির খেলাফ তাই এমন জিনিস ধর্ম কখনও বৈধতা দিতে পারে না।

এটা নিজের নফসকে সর্বদা বুঝাতে হবে যে, ধর্মে যেটা নিষেধ করছে সেটার পরিণতির ভয়াবহতা সম্পর্কে ভয় করো।

৩. রাতের নির্জনতায় কারো সাথে একা একা না থেকে, অনেকের ভিতর থাকার চেষ্টা করতে হবে। একাকিত্বে না থেকে পরিবারের সাথে থাকার অভ্যাস করতে হবে। দশ বছর বয়সী কোনো ছেলে সাথে রাতে একা না থাকা, প্রয়োজনে থাকতে হলে আলাদা কাথা ব্যবহার করা।

৪. গে চটি বা গে পিক ও ভিডিও না দেখে চরিত্র উন্নত হয় এমন বিষয় নিয়ে জানাশোনা ও পড়ালেখা করতে হবে। এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে, বয়ান-বক্তৃতা ওয়াজ ইত্যাদি শুনতে হবে।

৫. ধর্মীয় বই পুস্তক বেশি বেশি করে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। এবং শরিয়তভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এতে আল্লাহ রহমত ও গজব সম্পর্কে ধারণা লাভ হবে।

৬. যখনই মাথায় এসব কু-চিন্তা আসবে, তখন একদৌড়ে বাহিরে চলে যাবে। মসজিদে বা খেলার মাঠে অথবা শপিং মলে। সামাজিক ভালো কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ সময় ভুলেও ঘরে থাকা যাবে না। ভালো মানুষ যেখানে আছেন, সেখানেই যেতে হবে।

৭. সর্বোপরি, গে সম্পর্কে যে পাপগুলোর কথা উল্লেখ্য আছে সে ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সঠিক জ্ঞান ও এর ভয়াবহতা জানলে অন্তর এমনিতেই আল্লাহর ভয়ে নরম হয়ে যাবে।

তাওবা ও দুআ

হৃদয় থেকে সত্যিকার অর্থে তাওবা করতে হবে, খালেস তাওবা করতে হবে, যাকে সত্য তাওবা বা আন্তরিক তাওবা বলে। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। অতীতে যা করা হয়েছে তার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে।

বেশি-বেশি দুআ করতে হবে এবং কায়মনো বাক্যে আকুতি-মিনতি করতে হবে। আল্লাহ যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি যেন আপনাকে এই বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পেতে সাহায্য করেন।

আমার ভাই! এতদিন যাবত সমকামিতাসহ আল্লাহ পাকের যত ধরনের নাফরমানী করেছেন, তার জন্য তাওবা করুন। কারণ, তাওবা এমন একটি আমল, যা সারাজীবনের গুনাহও ধুয়ে পরিস্কার করে দেয়। আমরা কেউ জানি না কার ডাক কবে এসে যায়। তাই আসুন আমরা তাওবা করে আল্লাহর ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই।

যেখানে শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কাউকে হত্যা করা সেখানে এক ব্যক্তি একশটি খুন করেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ক্ষমা পেয়েছে। রাসুল সাঃ বলেছেন:

বনী ইসরাঈলের এমন এক ব্যক্তি ছিল। নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করেছিল সে। অতঃপর লোকটি বের হয়ে একজন পাদরিকে জিজ্ঞেস করল, আমার তাওবা কবুল হবার আশা আছে কি? পাদরি বলল, না। তখন সে পাদরিকেও হত্যা করল।

অতঃপর পুনরায় সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সে রওনা হল এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল। সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল। মৃত্যুর পর রহমত ও আজাবের ফেরেশতামন্ডলী তার রূহকে নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হলো।

আল্লাহ্ সামনের ভূমিকে আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও। এবং পশ্চাতে ফেলে আসা স্থানকে (যেখানে হত্যাকান্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফেরেশতাদের উভয় দলকে নির্দেশ দিলেন—তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর। পরিমাপ করা হলো, দেখা গেল যে, মৃত লোকটি সামনের দিকে এক বিঘত বেশি এগিয়ে আছে। কাজেই তাকে ক্ষমা করা হলো।

আল্লাহ যে কত দয়াবান। এদিকে আমরা বলি মাফ করে দিন, ওদিকে তিনি বলেন যাও মাফ করে দিলাম। আমি তো তোমাদের তাওবার অপেক্ষায় বসে আছি। আল্লাহু আকবার।

নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবচেয়ে বেশি মেহেরবান এবং দুআ কবুলে অধিক নিকটবর্তী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
جَمِيْعًا ۗاِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থা: "বলুন! হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।"

তাই আপনি আল্লাহর সিজদায় পড়ে যান। কাঁদুন, নিজের মনকে নরম করে অশ্রু ঝরান, আপনার প্রয়োজন প্রকাশ করুন। গুনাহ্ মাফ চান। আল্লাহর প্রতি ক্ষমাপ্রাপ্তি ও বিপদমুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী হোন। এবং এই দুআও করতে পারেন, যা আমি ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত করে থাকি;

ইয়া রাব্বি, আমার নফসকে আমার নিয়ন্ত্রণে আনার তৌফিক দান করুন এবং আমাকে আপনার গোলাম হিসাবে কবুল করুন।

এদিকে আমরা বলি, হে আল্লাহ, আমার তওবা কবুল করো। ওদিক থেকে আল্লাহ বলেন, আমার বন্দার সমস্ত নথিপত্র (আমলনামা) পরিস্কার করে ফেল। আজ সন্ধি হয়ে গেছে। পেছনেরটা সব বাদ। আজ থেকে নতুন নথি তৈরি হবে।

আপনি তাওবা করুন। অনেকে চিন্তা করেন সমকামিতার তাওবা কী? আপনি একজন সমকামী। মনে মনে পাকাপোক্ত নিয়ত করে ফেলুন, যে কোনোভাবেই হোক, এই কাজে আমি আর কিছুতেই জড়াব না এবং এখন থেকেই ছেড়ে দিলাম। যাই হোক পেছনের গুনাহের ওপর লজ্জিত হোন।

এসব যদি ছাড়তে কষ্ট হয় বা একা হলেই এসব মাথায় ঘুরপাক খায়। তাহলে, আজই তাবলিগে তিন, সাত, দশ কিংবা চল্লিশদিনের জন্য চলে যান অথবা বুজুর্গানে দ্বীনের পরামর্শ গ্রহণ করুন, হক্কানি বুজুর্গদের খানকাহে আসা যাওয়া করুন। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকলে এবং, ইবাদতের মাধ্যমে দিন কাটালে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি আপনার উপর আবারও পড়বে, যেমনটা

এই পাপে জড়ানোর আগে পড়ত। তখন আপনার এই ব্যাধি চিরতরে শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এজন্য আমার ভাইয়েরা! আসুন আমরা তাওবা করি। তাওবার হাকিকত হলো, আজ থেকে আমি কখনো আল্লাহর বিধানের খেলাফ কোনো কাজ করব না। ব্যবসায়ে, কৃষিতে, বিয়েতে-শাদিতে, আনন্দে বিষাদে আল্লাহর আদেশ পালন করব এবং নবিজির সুন্নতকে জিন্দা করব। সুন্নতের খেলাফ কখনো করব না। জীবনকে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নতের সাথে মিলিয়ে বেঁধে ফেলবে। তাতে আমাদের কোমর ভেঙে গেলেও নফসের পায়ে মাথা নিচু হবে না ইনশাআল্লাহ। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

ইমানের যত্ন

আন্তরিক তাওবার পরের কাজ হলো, নিজের কলবে থাকা ইমানের বীজের যত্ন নেওয়া। যখন এ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে, তখন তা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতের সফলতা ও কামিয়াবি নিয়ে আসে। নামাজ পড়ছেন ও রোজা রাখছেন এগুলো ইবাদত। অবশিষ্ট চব্বিশ ঘণ্টার সময়ে আমাদের কী কী আমল করে কাটাতে হবে ইসলাম কি তা কিছু শেখায় না? অবশ্যই শেখায়। জানতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতেও হবে। ইসলাম হলো এমন একটি শান্তির ধর্ম, যেখানে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধান আছে। যা মানার মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য কল্যাণ।

ইসলাম আমাদের চরিত্র শেখায়, রীতি-নীতি শেখায়, হালাল-হারাম শেখায়। জীবনের সবক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ পালন করা শেখায়। ইসলাম উপার্জন করার পদ্ধতি শেখায়, ব্যয় করার পদ্ধতি শেখায় এবং হালাল হারামের সীমারেখা ঠিক করে দেয়।

আমাদের দ্বীনি ইলম জরুরি। দ্বীনের যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান না থাকার কারণেই আমাদের মধ্যে যত ধরনের গুনাহ জায়গা করে নেয়। যখন আমরা গুনাহের ক্ষতি ও অপকারিতা জানতে পারব, আল্লাহর শাস্তি ও আজাবের ব্যাপারে জানতে পারব, তখন আমাদের ইমান পাকাপোক্ত হবে, ইমানের ভিত্তি মজবুত হবে, তাকওয়া অর্জিত হবে।

দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ফরজ। ফরজ পরিমাণ ইলম যদি আমার না থাকে তাহলে সেই পরিমাণ ইলম হাসিল করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে, প্রয়োজনে সম্ভব হলে উস্তাদের কাছে যেতে হবে, মাদরাসায় ভর্তি হতে হবে, সম্ভব না হলে তাবলিগে বের হতে হবে কিংবা হক্কানি বুজুর্গ ও আলেমদের কাছে যেতে হবে, বসতে হবে তাদের মজলিসে।

সুতরাং আমাদের ইমানকে পাকাপোক্ত করতে হবে, আর ইমানকে পাকাপোক্ত করতে হলে ইলম তথা জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। যাহোক ইমানি জিন্দেগি যাপন করার পদ্ধতি শিখুন, ইমানি জিন্দেগির বিধিবিধান জানুন। তার রীতি-নীতি ও ধারাবাহিকতা শিখুন। তারপর ফিরে এসে পরিবারকে শিক্ষা দিন। বিশেষ করে পরিবারের নারীদের শেখান।

আমরা জীবজন্তু তো নই যে, বনে জঙ্গলে বাস করব। আমরা মানুষ, আমাদের একজন অপরজনের সঙ্গে মিলেমিশে জীবন কাটাতে হয়। কারও কন্যা আমার ঘরে আসবে। আবার আমার কন্য কারো ঘরে যাবে। সুতরাং যদি তারা মানবতা না শেখে, আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান না মানে তাহলে ঘরে ঘরে আগুন জ্বলবে। মেয়েদের দ্বীন ও মানবতা না শেখার কুফল তো আজ আমরা ভোগ করছি। ইসলামী শিক্ষা না দিয়ে জাগতিক ও আধুনিক শিক্ষা দিচ্ছি, যার কুফল আমাদের সমাজ দূষিত হয়ে যাচ্ছে। দেখছেন না! আজ ঘরে ঘরে ঝগড়া-বিবাদ, অশান্তি ও উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণীরা হয়ে উঠছে সমকামী, শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা হয়ে উঠছে এলজিবিটির সমর্থক।

এই পারিবারিক বিচ্যুতির কারণ কি? কারণ হলো, আমরা এবং আমাদের পরিবারের সদস্যরা আল্লাহর হাবিব রাসুল (সাঃ)-এর সমাজব্যবস্থা শিখিনি।

বর্তমানে মুসলমান এতটাই উদাসীন যে, তারা জানেই না হালাল কী হারাম কী। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করে না। জানা যে দরকার বা প্রয়োজন তা মনেই করে না, হালাল হারামের মিশ্রনে গড়ে চলেছে জীবন। হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর প্রতি ইমানই (আল্লাহর উপর বিশ্বাস) বান্দাকে এসব কাজ থেকে বাঁচায়।

ইমান যখন আপনার হৃদয়কে আকর্ষিত করবে, আপনার অন্তরাত্মা ও অনুভূতি ইমান দিয়ে ভরে যাবে, তখন থেকে আপনি চাইলেও আর হারাম কাজ করতে

সাহস পাবেন না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আপনার এবং শয়তানের মধ্যে একটি পর্দা সৃষ্টি করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, তাদের শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।"[৭২]

বিয়ে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবসমাজকে যে উপদেশসমূহ দিয়েছেন, তা পালন করার চেষ্টা করুন। সেই উপদেশগুলোর মধ্যে একটি হলো বিবাহের উপদেশ। হে যুবক! বিয়ের ব্যাপারে সক্ষম হলে, তোমার বয়স কম বলে অজুহাত দাঁড় করানো যাবে না। কেননা অল্প বয়স বিবাহের পথে প্রতিবন্ধক নয়! কখনো না।

যেহেতু বিয়ে করা জরুরি, তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসের ওপর আমল করতে হবে। তিনি বলেছেন:

হে যুবসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার ক্ষমতাসম্পন্ন, সে যেন বিয়ে করে ফেলে। কেননা এটি দৃষ্টিকে অধিক অবদমনকারী, যৌনাঙ্গকে অধিক হেফাজতকারী। আর যে তা পারবে না, সে যেন রোজা রাখে, এটা তার জন্য যৌন-উত্তেজনা দমনকারী।[৭৩]

আপনাকে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই উপদেশকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এতে ইনশাআল্লাহ মুক্তি পাওয়া যাবে।

মাতা-পিতাকে এ ব্যাপারে খোলাখুলি বলে বিবাহের আগ্রহ ব্যক্ত করতেও কোনো সমস্যা নেই। লজ্জা যেন মাতা-পিতার কাছে খোলামেলা বলা থেকে বিরত না রাখে সে ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

[৭২] সূরা আ'রাফ: ২০১
[৭৩] বুখারি: ৫০৬৫, মুসলিম: ১৪০০

বিবাহের ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা করতে হবে। দারিদ্র্যকে ভয় করা যাবে না। আল্লাহ নিজ করুণায় অভাবমুক্ত করে দেবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যবান ও মহাজ্ঞানী।"[৭৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, সৎ উদ্দেশে যে ব্যক্তি বিয়ে করবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। হুজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাহায্য করেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, মূল্য পরিশোধ করার সতইচ্ছা আছে এমন মুকাতেব দাস, ইজ্জতের পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছায় বিবাহকারী ব্যক্তি।[৭৫]

রোজা

যদি বিবাহ করা সম্ভবপর না হয়ে ওঠে তাহলে আরেকটি সমাধান হল রোজা রাখা। তাই যাদের সমর্থ নেই, তাদের রোজা রাখতে হবে। সপ্তাহে তিনদিন অথবা সোম ও বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখা।

রোজায় তো অনেক সওয়াব রয়েছে। হাদিসে কুদসিতে এসেছে:

"আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের, তবে রোজা ব্যতীত। নিশ্চয় রোজা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব।"[৭৬]

[৭৪] সূরা নূর: ৩২
[৭৫] তিরমিজি: ১৬০০, নাসায়ি: ৩১২০, ইবনে মাজাহ: ৩১২০
[৭৬] বুখারি: ১৯০৪, মুসলিম: ১১৫১

তাকওয়া সৃষ্টির উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা রোজার বিধান দিয়েছেন। এ মর্মে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হবে।"[৭৭]

রোজার মধ্যে যেমনই রয়েছে যৌনতার টানে ছুটে যাওয়া থেকে সুরক্ষা, রয়েছে আল্লাহর কাছে মহা প্রতিদান প্রাপ্তি। তেমনি রয়েছে মানুষের ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, কুপ্রবৃত্তি ও ভোগের লিপ্সার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রশিক্ষণ। তাই অবিলম্বে রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আশা করা যায় আল্লাহ পাক সহজ করে দিবেন।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ রাখুন

হারাম জিনিস দেখা থেকে দৃষ্টিকে সংযত করতে কখনও অবহেলা করবেন না। যেমন–অশ্লীল ম্যাগাজিন, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন ছবি ইত্যাদি। যা অবৈধ যৌনাচার ও মহাপাপে জড়িয়ে পড়তে মানুষকে প্ররোচিত করে এবং মনের মধ্যে খারাপ প্রভাব গভীরভাবে জিইয়ে রাখে। এসব থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

অর্থ: "মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"[৭৮]

[৭৭] সূরা বাকারা: ১৮৩
[৭৮] সূরা নূর: ৩০

জেনে রাখুন, আপনি যদি হারাম দৃষ্টি থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে অবহেলা করুন, তাহলে শয়তানকে সুযোগ করে দিলেন যাতে সে এর পরবর্তী পদক্ষেপকে আপনার সামনে সুশোভিত করে পেশ করতে পারে। দৃষ্টির মাধ্যমে আপনাকে ফেতনায় ফেলাবার জন্য শয়তানের প্রথম ফাঁদ। একজন মুসলমানের ইমানকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য দৃষ্টি একপ্রকার ধনুকের মতো কাজ করে। যেহেতু তুমি একবারের জন্য হলেও শয়তানের ইচ্ছার সামনে নতজানু হয়েছেন, তাই পরেরটার ব্যাপারে সে খুব তৎপর থাকে।

গুনাহের চিন্তা

যখন গুনাহ করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে কিংবা এই পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভূত হবে, তখন স্মরণ করতে হবে যে এইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাল কিয়ামতের মাঠে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। আপনি কী জানেন না যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এই যৌবন ও উদ্যম আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত? এই নেয়ামতকে আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা কিংবা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা কি আদৌ তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া?

আরেকটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। কোরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেন:

حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থ: "অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষী দেবে, আর তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি

সবকিছুকেই বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।”[৭৯]

হাদিসে এসেছে, আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন। এরপর বললেন: “তোমরা কি জানো, আমি কী নিয়ে হাসছি?” আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালো জানেন। বান্দা তার রবকে সম্বোধন করে যা বলবে তা নিয়েই হাসছি।

বান্দা বলবে: হে আমার রব! আপনি কি জুলুম থেকে আমাকে আশ্রয় দেননি? তিনি বলবেন: হ্যাঁ। অতঃপর বান্দা বলবে, তাহলে আমি নিজের উপর নিজেকে সাক্ষী মানা ব্যতীত অন্য কারও সাক্ষীকে বৈধতা দেবো না। আল্লাহ বলবেন: আজ তুমি নিজেই তোমার উপর সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, আর রেকর্ড সংরক্ষণকারী ফেরেশতারাও সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলা হবে, কথা বলো। তখন তারা তার আমল সম্পর্কে বলবে। অতঃপর তাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে। তখন সে বলবে, “তোমরা ধ্বংস হও, তোমরা নিপাত যাও। তোমাদের জন্যই আমি শ্রম-মেহনত করতাম?”[৮০]

দ্বীনি পরিবেশে অবস্থান করা

ফাসেক ও অসৎপ্রবণ ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। যারা এসব যৌনউত্তেজক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, যারা গুনাহকে তুচ্ছভাবে পেশ করে এবং সেটাকে কর্মে পরিণত করতে নির্ভয়। ওদেরকে ছেড়ে সৎলোকদের সঙ্গ ধরতে হবে। যারা আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে সহায়তা করবে।

[৭৯] সূরা ফুসসিলাত: ২০-২১
[৮০] মুসলিম: ২৯৭৯

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব ও আদর্শের হয়ে থাকে। সুতরাং কার সাথে বন্ধুত্ব করছো তা ভেবেচিন্তে করো।”[৮১]

আমাদেরকে একটা পথ ঠিক করে নিতে হবে। নিজেকে স্বাধীন মনে করা যাবে না। আমাদের পেছনে বিশাল শক্তির অধিকারী এক সত্তা আছেন, যিনি আমাদের প্রতিটি কাজ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষন করছেন। তাই আমাদেরকে এমন সব কাজ করতে হবে, যার ফলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন।

আমরা ভুলপথে হাটা শুরু করেছি। কাজেই আমাদেরকে থেমে যেতে হবে। মানুষ চলতে চলতে যদি পথ হারিয়ে ফেলে, তাহলে থেমে যায় আর কাউকে জিজ্ঞেস করে, অমুক জায়গার রাস্তা কোনটি। তাহলে আমাদেরও থেমে যেতে হবে এবং জিজ্ঞেস করতে হবে হে আল্লাহ, সেই জীবন কোনটি, যাকে আপনার হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পছন্দ করেন? ব্যস এর দ্বারা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতই গড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই সম্পদ ঘরে বসে থাকলে হাতে আসে না। এর জন্য ঘর থেকে বের হতে হয়।

আমার ভাইয়েরা! চোখের উপর থেকে গাফলতির আবরণটি সরিয়ে ফেলুন এবং নিজেকে প্রস্তুত করুন। এই চোখ দুটো যখন বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা সম্পূর্ণ আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের হাতে চলে যাব, তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না। যদি ইমানহারা অবস্থাতেই মৃত্যু চলে আসে তাহলে আফসোস ছাড়া আর কিছুই করতে পারব না। ভাইয়েরা নিজেদের প্রস্তুত করুন এবং পরিবারের একজন সদস্যও যেন বেনামাজি না থাকে এটা নিশ্চিত করুন। নিজেদের জীবন এবং ঘরগুলোকে এমনভাবে প্রস্তুত করুন যেন আল্লাহ দেখে খুশি হন।

পরিবারের মেয়েরা যেন বেপর্দায় না থাকে। কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা ঘরকে মুখরিত করে তুলুন। পুরুষদের বলুন, আমাদেরকে হালাল খাওয়াও। হারাম যেন ঘরে না ঢোকে তার ব্যবস্থা করুন।

এই দ্বীনি পরিবারের আমলময় পরিবেশে, শয়তানও প্রবেশ করতে ভয় পায়। এর মাধ্যমে আপনার সকল খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা একদম সহজ হবে।

[৮১] তিরমিজি: ১৯৩৭

প্র্যাকটিসিং মুসলিম না হলে শয়তান আপনার ঘরে ও মনে উভয় জায়গায় বাসা বাঁধবে এবং আপনাকে ঠেলতে থাকবে পাপের সমুদ্রের দিকে।

গুনাহের পরের তাওবা

আমি জানি, এত কিছুর পর আপনি আর এই জঘন্য কাজ দিকে পা বাড়ানো তো দূরের কথা, কল্পনাও করবেন এই কাজটা বাস্তবায়ন করার; ইনশাআল্লাহ। তাও যদি ধরে নিই যে দুর্বলতার কোনো এক মুহূর্তে আপনি আবারও পাপে লিপ্ত হয়েছেন, তবে আপনি আর ওদিকে যাবেন না। বরং অবিলম্বে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন। আশা করি, ঐ লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

আর যারা কোনো কু-কর্ম করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া আর কে গুনাহ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা বার বার করতে থাকে না।[৮২]

প্রিয় ভাই! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না। হুঁশিয়ার, সাবধান! শয়তান যেন আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। আপনাকে যেন কুমন্ত্রণা না দিতে পারে। আল্লাহ আপনার গুনাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাওবার শর্ত মেনে আপনি খাস দিলে তাওবা করছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশাবাদী। এই শর্তগুলোর প্রতি আমল করলে তিনি এই আসক্তির বিপক্ষে আপনাকে সাহায্য করবেন এবং এই মহারোগ থেকে তোমাকে চিরতরে মুক্তিও দিবেন। ইনশাআল্লাহ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি আপনি উপরের পরিচ্ছেদের এই কাজগুলো ধীরেধীরে পালন করেন, তবে অবশ্যই সমকামিতার পথ থেকে মুক্তি পাবেন। মনে রাখবেন

[৮২] সূরা আলে ইমরান: ১৩৫

সমকামিতার পথে আপনার আসা একদিনে হয়নি এবং একদিনে এখান থেকে বের হতেও পারবেন না। অতএব, দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি করতে হবে গতকাল এ কাজ করেননি আজও করবেন না, ইনশাআল্লাহ দেখুন পারা যায় কিনা।

পরিশেষে এই দুআ করব; আল্লাহ আমাদের সমাজের প্রত্যেক কিশোর, তরুণ, যুবকদের, সবার যার যার যৌবন হেফাজত করে সৎ ও সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

(সমাপ্ত)

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত চমৎকার কিছু বই

নং	বইয়ের নাম	ক্যাটাগরি	মূল্য
১	দুআ কবুলের সোনালি গল্পমালা	গল্প ও উপদেশ	৩০০
২	হিংসা করা ভালো নয়	গল্প ও উপদেশ	২০০
৩	তাওবা গুনাহ মাফের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম	আত্মশুদ্ধি	১০০
৪	জান্নাতি দুলহান	গল্প ও উপদেশ	১২০
৫	সেরা গল্পে দিবারাত্রি	গল্প ও উপদেশ	৮০
৬	মক্কার ফজিলত	ফাযায়েল ও মাসায়েল	৯০
৭	মদিনার ফজিলত	ফাযায়েল ও মাসায়েল	১০০
৮	যে কারণে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ	আত্মউন্নয়ন	১৩০
৯	যে গল্পে মনুষ্যত্ব জাগে	গল্প ও উপদেশ	১২০
১০	ফিলিংস	আত্ম-উন্নয়ন	১২০
১১	বিশুদ্ধ আকীদা	আকীদা	৪০
১২	নির্বাচিত দুরূদ ও ইসলামী আ'ক্বায়েদ	দোয়া ও আমল	৫৫
১৩	ইয়াসিন,ওয়াক্বিয়াহ,মুল্‌ক	আরবি	২০
১৪	ইন্টেলিজেন্ট তুহিন	ইসলামী আদর্শ ও মতবাদ	১৮০
১৫	যে গুনাহ আমল মিটিয়ে দেয়	আত্মশুদ্ধি	১৩০
১৬	যে আমল গুনাহ মিটিয়ে দেয়	আত্মশুদ্ধি	১৩০
১৭	যেমন ছিল মনীষীদের ছেলেবেলা	গল্প ও উপদেশ	৭৫
১৮	বেকুবনামা	গল্প ও উপদেশ	১৪০
১৯	ধূসর জীবনের ইতি	উপদেশ	১৩০
২০	যেমন ছিল বদকারদের শেষ পরিণতি	গল্প ও উপদেশ	২০০
২১	শিশুদের প্রতি চল্লিশ নাসিহা	উপদেশ	৭৫
২২	আকসার অজানা অধ্যায়	দুর্লভ তথ্যাবলি	৫০
২৩	আদর্শ মায়েদের গল্প	গল্প ও উপদেশ	৮০
২৪	কিশোরগল্পে সালফে সালেহিন	গল্প ও উপদেশ	৬০
২৫	হাসি রাশি রাশি	গল্প	৭০
২৬	আমল কম সওয়াব বেশি	আমল	৭০